সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ● নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩ ● পাঁচ টাকা

নভেম্বর বিপ্লব বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অসারতা উন্মোচিত করেছে

বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পথ দেখাতে পারে

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

গত ৭ নভেম্বর ছিল মহান রুশ বিপ্লবের ৯৬তম বার্ষিকী এবং আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯১৭ সালের এই দিনে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে মহান নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

আজকে আমরা যখন দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং নভেম্বর বিপ্লববার্ষিকী উদযাপন করছি তখন আমাদের দেশের বুর্জোয়া ব্যবস্থা গভীর সংকটে নিপতিত। বুর্জোয়াদের সংঘাতে সাধারণ মানুষ জিম্মি। প্রশ্ন হল, আজ এত বছর পরেও আমরা এই রুশ বিপ্লবের কথা স্মরণ করি কেন? রাশিয়ায় আজ সমাজতন্ত্র নেই। মাও-এর লালচীনে নেই। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন হয়েছে। আর এই পতনের সময় আমাদের দলের জন্ম। কোন শক্তিবলে আমরা সেদিন সেই ধ্বংসের সময়েও দাঁড়াতে পেরেছিলাম? কোন শক্তিতে ভর করে আজও কমিউনিজমের ঝান্ডা নিয়ে আমরা লড়াই করে যাচ্ছি? সমাজতান্ত্রিক শিবির আজ নেই। কিন্তু গোটা বিশ্বের আজ কি পরিস্থিতি? নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য বুঝতে হলে আজ সবকিছুকেই পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

আন্তর্জাতিকভাবে পুঁজিবাদ আজ একটি ব্যর্থ সমাজব্যবস্থা

সারা বিশ্বে পুঁজিবাদ আজ ভয়াবহ সংকটে নিমজ্জিত। সংকট যেন আর কাটতেই চাইছেনা। একটা সংকট মোকাবেলা করে তো পুঁজিবাদ আর একটা সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়ে। বড় বড় কোম্পানিগুলো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তীব্র বাজার সংকট। বাজার দখলের জন্য দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে বেকারত্ব, ছাঁটাই, অনাহার লেগেই আছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দেশের সমস্ত উৎপাদনক্ষেত্র বন্ধ করে দিয়ে আমাদের *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

১৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

মালিক-সরকারের চক্রান্ত প্রতিহত করুন

৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির আন্দোলন এগিয়ে নিন

গার্মেন্ট শ্রমিকরা ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে। শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করতে একদিকে পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি এবং মালিকের পোষা সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করতে সরকার ও মালিকশ্রেণীর দালাল সংগঠনগুলো নানা আপসকামী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক ৫৩০০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু মালিকরা কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে শ্রমিকদের ভয় দেখাতে চাইছে, সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে চাইছে। এ পরিস্থিতিতে গার্মেন্ট শ্রমিক এবং শ্রমিক স্বার্থ নিয়ে লড়াকু শ্রমিক সংগঠনগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে চলমান আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া।

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ৫৩০০ টাকা নিম্নতম মজুরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করার পাশাপাশি গত ১৪ নভেম্বর সকালে তোপখানা রোডে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ে আপত্তিপত্র পেশ এবং ৮ হাজার টাকা মজুরি নির্ধারণের দাবি পেশ করা হয়। ওই আপত্তিপত্রের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হল :

"দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে গার্মেন্ট শিল্পখাতকে শক্তিশালী করেছে। শ্রমিকের *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

নিপীড়ক-লুটপাটকারীদের ক্ষমতার কোন্দলে পুড়ছে জনগণ

একতরফা নির্বাচন দেশবাসী মেনে নেবে না

এক দুর্যোগময় সময়ের ভিতর দিয়ে চলছে বাংলাদেশ। সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ শেষ। স্বাভাবিক নিয়মে একটি নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু সে নির্বাচন কেমন করে হবে, তা নিয়েই চলছে বিরোধ ও সংঘাত। আর এই বিরোধ-সংঘাত হিংস্র আকার নিয়েছে যার আগুনে পুড়ছে দেশের মানুষ। শাসকরা চাইছে, তাদের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন সম্পন্ন করতে। বিরোধী দল চাইছে, শাসকদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে নিজেদের জয়ের পথ সুগম করতে। সমঝোতার একটু আভাস দেখা দিয়েও মিলিয়ে গেছে। এ সংঘাত সামনের দিনগুলোতে আরো বাড়বে। ক্ষমতার মসনদ নিয়েই তো যুদ্ধ। কথায় বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। বাংলাদেশেও তাই চলছে। প্রতিদিনই মানুষ মরছে – পুড়ে মরছে, বোমায় মরছে, গুলিতে মরছে।

অকালে বেঘোরে মৃত্যুই মানুষের একমাত্র প্রাপ্তি নয়। বাজার দর লাগামছাড়া – আজ পেঁয়াজের দাম বাড়ছে তো কাল বাড়ছে ডালের দাম। গার্মেন্ট শ্রমিকরা মজুরির দাবি নিয়ে রাস্তায় নামলে পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি, মালিকের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। কারখানা বন্ধ করে দেয়ার ভয় দেখাচ্ছে মালিক। গ্রামের গরিব মানুষের কাজ নেই, বিশেষত উত্তরবঙ্গে এখন চলছে কার্তিক মাসের অভাব। প্রতিদিনই নারী নির্যাতনের গা-শিউরে ওঠা খবর আসছে। স্কুল-কলেজের লেখাপড়ার দশা বেহাল। সব মিলিয়ে মানুষের ভোগান্তির তালিকা অনেক দীর্ঘ। পরিস্থিতি বলছে, ভোগান্তির এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। ইতোপূর্বে আওয়ামী লীগের দেয়া হরতাল-অবরোধ-লগি বৈঠা মিছিলের রেকর্ড ভাঙতে বিএনপি মরিয়া! আরো হরতাল আসবে, আরো জ্বালাও-পোড়াও হবে, আরো গ্রেফতার-গুলি হবে, আরো মানুষ মরবে – এ অবধারিত।

এ পরিস্থিতি কেমন করে তৈরি হল, তাও আমাদের জানা। কোনো দলীয় সরকারের অধীনে আপাত অর্থে হলেও অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয় না – এটা দেশবাসীর তিক্ত অভিজ্ঞতা। ১৯৭৩ সালে আওয়ামী শাসনামলের নির্বাচন থেকে এ অভিজ্ঞতার শুরু। এরপর জিয়া-এরশাদের সামরিক শাসনামলে এ অভিজ্ঞতা আরো দৃঢ় হয়েছে। '৯১-তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন জামাত সমর্থিত বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত মাগুরা উপনির্বাচন দেশবাসীকে আবার এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিল যে, নির্বাচিত শাসকরাও অনির্বাচিত সামরিক *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

পাবনার সাঁথিয়া ও বরিশালে সাম্প্রদায়িক হামলা

ক্ষমতা ও ভোটের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছে

গত ১৫ নভেম্বর বরিশালের চর কাউয়ায়, ৫ নভেম্বর লালমনিরহাটে, ২ নভেম্বর পাবনার সাঁথিয়ায় বনগ্রামে এবং ইতোপূর্বে গাজীপুরের শ্রীপুর, নোয়াখালী, রংপুরের মিঠাপুকুর, খুলনার দৌলতপুর, বগুড়ার শেরপুর, নেত্রকোনাসহ বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও মন্দিরে, নওগাঁ, জয়পুরহাট সহ বিভিন্ন স্থানে সাওতাল জনগোষ্ঠীর ওপর এবং কক্সবাজার, টেকনাফ-উখিয়া খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ওপর বর্বর হামলা পরিচালিত হয়েছে।

বুর্জোয়া বড় দুই দল এবং তাদের সহযোগিদের *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ৭ নভেম্বর রংপুরে বাসদের প্রতিবাদ

বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পথ দেখাতে পারে

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মতো অনুন্নত দেশে তাদের কারখানা স্থাপন করছে। লক্ষ্য হল এদেশের সস্তা শ্রমশক্তি লুট করা। তারা আজ এই সস্তা শ্রমের উপর নির্ভর করে এই মন্দার মধ্যেও সর্বোচ্চ মুনাফা তুলে নিচ্ছে।

সারা বিশ্বের উপর ছড়ি ঘোরানো আমেরিকা আজ দেউলিয়া, বিপর্যস্ত। সেখানে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের সামনে বিক্ষোভ হচ্ছে। সংগঠিত হয়েছে ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন। মানুষ বলছে, তোমাদের অর্থনীতি ৯৯ ভাগ মানুষকে ঠকিয়ে ১ ভাগের বড়লোক হওয়ার অর্থনীতি। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের পথে বসিয়েছে। এ আমরা চাই না।

এ কথা কারা বলছে? বলছে খোদ আমেরিকার মানুষ। একই অবস্থা ইউরোপ, আফ্রিকা-সহ গোটা বিশ্বে। গোটা বিশ্বে বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। কিছুদিন আগে আরব বিশ্ব ফুঁসে উঠল। দেশে দেশে মানুষের তীব্র বিক্ষোভে রাষ্ট্রযন্ত্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। মিশরে সরকারের পতন ঘটল। কিন্তু আজ তার পরিণতি কি? পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে। বেকার মানুষ, অভুক্ত অনাহারী মানুষ, গৃহহীন মানুষ রাস্তায় নামছে। লড়াই করছে। কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে না। মিসরে স্বৈরাচারী মোবারক সরকারের পতন ঘটল, আর এক সরকার আসল। কিন্তু মানুষকে আবারও রাস্তায় নামতে হল। অবস্থার পরিবর্তন হল না। শোষণমুক্ত কাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থা আসল না। আসলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে কয়েক শত বার সরকার পরিবর্তন করলেও জনগণের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে না। তাই দরকার সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। আবার দুনিয়া জোড়া অসংগঠিত মানুষ চাইলেই এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে পারবে না। সেজন্য চাই সঠিক বিপ্লবী পার্টি, যে পার্টি সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে এ বিক্ষোভকে সংগঠিত করে বিপ্লবে রূপদান করবে। নেতৃত্বহীন জনতা বিপ্লব ঘটাতে পারে না, যেটা সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে প্রমাণিত হয়েছে। সেদিনের বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু রক্ত ঝরেছে অনেক। পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সেদেশে সফল বিপ্লব সংগঠিত করে। এটা নভেম্বর বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত চেহারা আজকে আমাদের দেশে প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে

গোটা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও সীমাহীন সংকট। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। দফায় দফায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। মধ্যবিত্তরা পরিবার সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। নিম্নবিত্তরা তো খেয়ে না খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছে। গার্মেন্ট শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ঠিক করা হয়েছে ৫৩০০ টাকা যা দিয়ে একটা পরিবার দুবেলা শুধু নুন দিয়েও ভাত খেতে পারবে না। শ্রমিকরা দুর্বিসহ জীবনে অসহ্য হয়ে মাঝে মাঝেই রাস্তায় নামছে। পুলিশের মার খাচ্ছে।

আবার গ্রামের কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম নেই। বীজ, সারের দাম বেশি। ফসল বিক্রি করে চাষের খরচই ওঠে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি হলে তো আর কথাই নেই। তাই দলে দলে ক্ষুদ্র কৃষকরা জমি বিক্রি করে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে কাজের আশায়। কিন্তু কাজ দেবে কে? কোনো স্থায়ী শিল্প দেশে গড়ে উঠছে না। গার্মেন্ট তো কোনো স্থায়ী শিল্প নয়। আবার সেখানেও যারা কাজ করে তাদের অবস্থা তো আপনারা খুব ভালো করেই জানেন।

তাই আজ রাস্তা ভর্তি মানুষ। এদের একদিন বাড়িঘর ছিল, জমি-জিরেত ছিল। পুঁজিবাদ আজ তাদের পথের ভিখেরি করেছে। রাস্তায় তারা রাত কাটায়। সোডিয়ামের নিয়ন আলোয় রাতের ঢাকা শহরে স্পষ্ট বোঝা যায় জীবন কত নিষ্ঠুর হতে পারে। তাদের সন্তানরা আজ ২০০/৫০০ টাকায় বিক্রি হয়ে মিছিলে যায়, হরতালে গাড়ি পোড়ায়, ককটেল ছোড়ে। বুর্জোয়ারা তাদের নিঃস্ব করে পথে বসিয়েছে, আবার তাদের পথ থেকে কিনে নিয়ে নিজেদের গোষ্ঠী সংঘাতে কাজে লাগাচ্ছে। এমন নির্মমতা আদিম বর্বর সমাজেও দেখা যায়নি।

এই হল দেশের অবস্থা। অথচ দেখুন, রাষ্ট্র চালায় যে বড় দুই দল ও তাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জোট-মহাজোট, তারা নিজেদের গদি দখলের রাজনীতিতে চরম সংঘাতময় পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছে। জনগণকে নিঃস্ব করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ কে পাবে এ নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয়। আর এক্ষেত্রেও বলির পাঁঠা হচ্ছে জনগণ। ঘর থেকে বাইরে বেরুলে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরা যাবে কিনা তাই দায়।

এই হল তথাকথিত গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা। সারা বিশ্বে যেমন, বাংলাদেশেও তেমন। হয়তো ভিন্ন ভিন্ন রূপে, কিন্তু সব দেশেই তা মানুষের সকল মৌলিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ, চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরাচারী। অথচ পুঁজিবাদের শুরুর সময়ে যখন একচেটিয়া পুঁজি আসেনি, তখন বহু ক্ষুদ্র পুঁজিপতির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি গড়ে ওঠে। ফলে ওই সময় বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আজকের তুলনায় অনেক ব্যাপক, উদার ও গণতান্ত্রিক ছিল। যদিও তখনও এই গণতন্ত্র পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার স্বার্থেই কাজ করেছে। কিন্তু আজ সে লাভের জন্য ন্যূনতম মূল্যবোধকেও গলা টিপে ধরছে।

একদিন বুর্জোয়ারাই ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান তুলেছিল, আজ তারা ভোটের জন্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তৈরী করছে

সামন্ত সমাজের ধর্মীয় ভেদাভেদ, জাতপাতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা একসময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছিল। সেদিন ছিল তার উত্থানের সময়। রাজা-বাদশাদের সামন্ত সমাজ ভেঙ্গে তখন আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হচ্ছে। সামন্ত ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের পরিবর্তে বৃহৎ আকার শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে। কলকারখানায় মানুষ দরকার। জাতপাত-ধর্মের নিগড়ে মানুষ আটকে থাকলে তাকে কারখানায় আনা যাবে না। রাষ্ট্র গঠনে কাজে লাগান যাবে না। তাই সেদিন বুর্জোয়ারাই শ্লোগান তুলেছিল, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। আজ তাদের কি পরিণতি! নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন মানুষ আতঙ্কিত হচ্ছে। কারণ আক্রমণের লক্ষ্য তারাই। একদল তাদের উপর হামলা করে, বাড়িঘর পুড়িয়ে, ভয় দেখিয়ে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে চাইবে। ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরী করে, ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সংখ্যাগুরুদের ভোট পেতে চাইবে। অপর পক্ষ এই আতঙ্ককে কাজে লাগিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট নিরঙ্কুশ করতে চাইবে। তাই সাঁথিয়া ও মহেন্দ্রনগরে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিলেও সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই। প্রশাসনের কোনো বিকার নেই। কারণ আতঙ্ক তৈরী হলেই তাদের লাভ। এই হচ্ছে তাদের ভোটের রাজনীতি। আর মানুষও এই রাজনীতি বুঝতে না পেরে যারা এর হোতা তাদের উপরই নির্ভর করছে। আমরা তাদের বলছি, এ দু'দলের উপর ভরসা করে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা যাবে না। হামলাকারীদের চিনতে পারছেন, আর উস্কানীদাতাদের চিনতে পারছেন না? এত অত্যাচারের পরও পারছেন না? তাই সময় থাকতে এদের চরিত্র উন্মোচিত করুন। ভারতেও একই কাণ্ড হচ্ছে। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশে দাঙ্গা ঘটে গেল। সেখানেও একই ভাবে বিজেপি ও কংগ্রেস ফায়দা লুটতে চাইছে। দেশে দেশে বুর্জোয়া রাজনীতির নগ্ন রূপ আজ স্পষ্ট।

এদেশের বাম গণতান্ত্রিক শক্তি কোনো কার্যকর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি

এই অবস্থায় জনগণের পক্ষে দাঁড়াবে কে? লড়াই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে কে? আওয়ামী লীগ-বিএনপি কে দিয়ে তো এ আশা করা যায় না। কারণ তাদের দ্বারাই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তারা ও তাদের জোটের শরিকরা দেশের পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে তাদের সমস্ত রকম সহযোগিতা নিয়ে এ দলগুলো ক্ষমতায় বসে। ফলে তারা জনগণের স্বার্থ দেখবে না। জনগণের স্বার্থ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই সংগ্রাম করেছে, প্রাণ দিয়েছে যে বামপন্থী শক্তিগুলো, তারাও আজ সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না। এদেশের বামপন্থী শক্তিসমূহ সবসময়েই দুর্বল। আবার মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে বামপন্থীরা কার্যকর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। মাওলানা ভাসানীকে কেন্দ্র করে এদেশে সে সম্ভাবনা এসেছিল। কিন্তু তাকে বামপন্থীরা কাজে লাগাতে পারেনি। বাস্তবে এদেশের বামপন্থীরা শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালনা, শ্রেণীর বিকাশ ইত্যাদি কখনও বুঝতেই পারেনি। তাই স্বাধীনতার পর আজ অবধি এখানে নাগরিক জীবনের সমস্যা সংকট নিয়ে, কৃষকের দাবি নিয়ে, শ্রমিকের দাবি নিয়ে কোনো দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায় নি। এটা বামপন্থীদের ব্যর্থতা। বামপন্থীদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দায়মুক্ত মনে করছিনা। দুনিয়ার কোনো দেশে ধারাবাহিক লাগাতার আন্দোলন সংগ্রাম লড়াই ছাড়া কোনো বামপন্থী শক্তি বিকশিত হতে পারেনি। মানুষের আস্থা-ভরসা অর্জন করতে পারেনি। তা করাও যায় না। অথচ আমাদের দেশের বামপন্থীদের এক অংশ মহাজোটের শরিক হয়ে ক্ষমতার লড়াইয়ের দুর্বল সৈনিক। আর এক অংশ ভোটের রাজনীতির চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। দু'দলের উপর মানুষের বিতৃষ্ণা দেখে বিভিন্ন সময়ের দলছুট বুর্জোয়াসহ অন্যান্য বামপন্থীদের নিয়ে বিকল্প হতে চাইছেন। অর্থাৎ নিরুপায় জনগণ মন্দের ভাল হিসাবে তাদের ভোট দিয়েও দিতে পারে – এই তাদের আশা। সেক্ষেত্রে জনগণের বিবেচনা কি সেটা ভোটের সময় বোঝা যাবে। কিন্তু এই বামপন্থীদের চিন্তাধারা আমাদের মনে কষ্টের উদ্রেক করছে। গণআন্দোলনের কষ্টকর ও ধারাবাহিক পথ এড়িয়ে গিয়ে কোনো দেশেই বামপন্থীরা শক্তি অর্জন করতে পারেনি, এমনকি ভোটের রাজনীতিতেও বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। এ হল ইতিহাসের শিক্ষা। গণআন্দোলন দূরে যাক, যতটুকু বিক্ষোভ দেশের মানুষের মনে জমা হয়ে আছে তা বেরুবার রাস্তা পর্যন্ত বামপন্থীরা তৈরি করতে পারছে না। এরকম কোনো কর্মসূচি নেই। ঘরে ঘরে ক্যাম্পেইন নেই। এত সংকট চারপাশে – মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন – এগুলো নিয়ে কর্মসূচি ঘোষণা করে বামপন্থী শক্তিকে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলা উচিত ছিল – "আসুন, রাস্তায় নামুন। এ অত্যাচার সহ্য করবেন না। করলে মনুষ্যত্ব থাকবে না।" অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য এই প্রাথমিক কাজ পর্যন্ত বামপন্থীদের দ্বারা হয়নি। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত থাকবেই, কিন্তু কোনো একটা ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধভাবে বামপন্থীরা গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ যারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছেন তাদেরকে যুক্ত করে দীর্ঘদিন প্রচার-প্রচারণা-বিক্ষোভ সংগঠিত করতে পারেনি। তার চেষ্টাও করেনি। কারণ চরম সংকীর্ণতার রাজনীতির কারণে তারা নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না। আবার আমাদের বামপন্থী বন্ধুদের মধ্যে সিপিবি-বাসদ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আওয়ামীলীগ-বিএনপির সাথে সংলাপ করছে। সংকট কাদের? সংকট এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার। তাদেরই দুই দলের নেতৃত্বে দুই জোট নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে এ সংকট তৈরি করেছে ও জিইয়ে রাখছে। তাদের সৃষ্ট সংকট থেকে উত্তরণের দায়িত্ব কি বামপন্থীরা নিতে পারে? অথচ তারা তাই করছেন। তারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলেন, সর্বহারা-শোষিত মানুষের মুক্তির কথা বলেন; অথচ সর্বহারাদের যারা জুলুম করে, নিঃস্ব করে – গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের চরিত্র উন্মোচনের কষ্টকর সংগ্রাম তারা এড়িয়ে যেতে চান। তাই আজ তারা বুর্জোয়াদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য তৃতীয় পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। মীমাংসা কারা করে? যারা দুদলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয় তারাই। বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার তৃতীয় পক্ষ হিসেবে দুদলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হচ্ছেন যারা আবার তারাই ঐ বুর্জোয়াদের বাইরে বিকল্প শক্তি নির্মাণের, সর্বোপরি তাদেরকে উচ্ছেদের শ্লোগান তুলছেন – এরকম কখনও হয় কি? কথা ও কাজে অমিলের এই রাজনীতি তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তারা ভেবে দেখেছেন কি?

নভেম্বর বিপ্লবের কিছু উল্লেখযোগ্য শিক্ষা

নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শুধু বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এর মধ্য দিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও লেনিন দিয়ে গেছেন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর রাশিয়ায় বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু তত্ত্বগত বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তখন লেনিন লিখলেন তাঁর বিখ্যাত রচনা 'এপ্রিল থিসিস'। সেখানে তিনি দেখান যে, রাশিয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় সামন্ত সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার মতোই আছে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ব করেছে। ফলে সামন্তশ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রতক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাতে এসেছে। তখনকার সময়ে অন্যান্য কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্কার না থাকায় রাজনৈতিক এ পট পরিবর্তনকে তারা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। অথচ লেনিন মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কিত এবং শ্রেণীমৈত্রী, শ্রেণীসম্পর্কের ব্যাপারেও নতুন কথা তুললেন। রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে এ এক নতুন ধরনের কনট্রিবিউশন।

মার্কসবাদী আন্দোলনে অথরিটি প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ

মার্কসবাদী রাজনীতিতে অথরিটি ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানে যেমন অথরিটি থাকে তেমনি মার্কসবাদ যেহেতু একটি বিজ্ঞান তাই সেখানেও অথরিটির ধারণা বিদ্যমান। মার্কসবাদী রাজনীতিতে বিপ্লবী দল গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণত তিন ধরনের অথরিটির ধারণা আমরা পাই।

প্রথমত; দল পরিচালনা, দলের দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদন, দলীয় শৃঙ্খলা কার্যকর রাখা ইত্যাদির জন্য সকল দলেই একজন অথরিটি থাকে। তাকে বলে দলের সাংগঠনিক অথরিটি।

দ্বিতীয়ত; একটা দেশের বুকে বিপ্লবী রাজনীতি তৈরি করার ক্ষেত্রে যে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ দেশের ইতিহাস, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জনগণের চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতি, সাহিত্য সবকিছুকে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে সেই দেশের বিপ্লবী রাজনীতি তৈরি করার ক্ষেত্রে দলের অভ্যন্তরে যৌথজ্ঞানের পরিমণ্ডল তৈরির মধ্য দিয়ে সেই যৌথজ্ঞানের ব্যক্তিকৃত প্রকাশ হিসেবে একজন সেই দেশে, একটি বিশেষ পার্টিতে অথরিটি হিসেবে আবির্ভূত হন।

তৃতীয়ত; আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভিন্ন যুগসন্ধিক্ষণে কারও কারও আবির্ভাব ঘটে যিনি ঐ সময়ে গোটা মার্কসবাদী আন্দোলনকে সকল প্রকার বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করেন। মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন কিছু যুক্ত করেন। গোটা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পথ দেখান। এসব মানুষের আবির্ভাব ঘটে এক একটি যুগসন্ধিক্ষণে। মার্কস-এঙ্গেলসের পর যখন পুঁজিবাদী সমাজ একচেটিয়া পুঁজির স্তরে প্রবেশ করেছে, তখন সেই যুগকে ব্যাখ্যা করা ও সেই সময় সংগ্রামের পথ নির্দেশ করেন লেনিন। তিনি পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর যে সাম্রাজ্যবাদ তা দেখান এবং মার্কসবাদী অর্থনীতিতে মৌলিক সংযোজন ঘটান। আবার লেনিনের শিক্ষাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাঁকে যথার্থভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে স্ট্যালিন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে অথরিটি হিসেবে আবির্ভূত হন। মাও সে তুং চীনের মতো একটি আধাসামন্তবাদী, প্রায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটান। পিছিয়ে পড়া একটি দেশে বিপ্লব ঘটানোর মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্বের সামনে অনুন্নত দেশে বিপ্লব ঘটানোর এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি শোধনবাদবিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট অন্দোলনে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মহান সাংস্কৃতিক অন্দোলন তাঁর নেতৃত্বেই সংগঠিত হয়। এর মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অথরিটি হিসেবে গণ্য। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ব্যক্তিবাদের প্রভাব ও সংশোধনবাদের উত্থান সম্পর্কিত বিষয়ে বিশ্লেষণ তুলে ধরে শিবদাস ঘোষ অসামান্য অবদান রাখেন। ব্যক্তিবাদের উত্থান বুর্জোয়া সমাজের ঊষালগ্নেই ঘটেছিল। কিন্তু সেদিনের ব্যক্তিবাদ ছিল সামাজিকভাবে প্রগতিশীল। আর আজ ব্যক্তিবাদ ব্যক্তির সমস্ত রকম সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করছে। সামাজিক কোনো দায়িত্বই আজ সে পালন করতে চাইছেনা। ব্যক্তিবাদের চরম অবক্ষয়ের এ যুগে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন কীভাবে বিকশিত হবে, দলের ভেতরে ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কিরূপ হবে, যৌথতা-যৌথজীবন ইত্যাদি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা কমরেড শিবদাষ ঘোষই হাজির করেন এবং এ প্রক্রিয়ায় তিনি লেনিনীয় পার্টি গঠনের নীতিকে উন্নত করেন। এইভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে অথরিটি হিসেবে আবির্ভূত হন।

সমাজতন্ত্র মানুষের ভিতরের বিপুল ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে তুলেছিল

আজ এই বন্ধ্যা সমাজের দিকে তাকান। পুঁজিবাদ এ সমাজের কি অবস্থা করেছে। ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরালেই দেখা যাবে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে রাশিয়ায়ও একই অবস্থায় ছিল। জারের শাসনে নিষ্পেষিত রাশিয়ায় তখন জমিতে চাষ হতো মধ্যযুগীয় প্রথায়। লাঙ্গলগুলো ছিল ঘরের তৈরি, কাঠের। লোহার ফাল পর্যন্ত থাকত না ওগুলোয়। মানুষের মননজগৎ, জীবনযাপনও *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

জরুরি সভায় বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

বিরোধী রাজনীতিকদের গণগ্রেফতার রাজনৈতিক সংকট আরো বৃদ্ধি করবে

গত ১০ নভেম্বর সকালে বাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের জরুরী সভায় বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেন বিরোধী রাজনীতিকদের গণহারে গ্রেফতার ও দমন-নির্যাতন নির্বাচনকেন্দ্রীক বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট আরো বৃদ্ধি করবে; সংঘাত-সংঘর্ষকে আরো বিস্তৃত করবে, গ্রেফতার ও দমন করে শাসন করার এই কৌশল সরকারের সংলাপ প্রস্তাবকে অর্থহীন করে তুলছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্বাচনকালীন সরকারকেন্দ্রীক রাজনৈতিক সংকটকে রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে। তারা সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন দমন, নির্যাতনের পথে শক্তি প্রয়োগ করে দেশে একতরফা নির্বাচনের কোপনভ অবকাশ নেই। রাজনৈতিক বিরোধীদের বাইরে রেখে একতরফা নির্বাচনের পাঁয়তারা জনগণ গ্রহণ করবে না।

সভায় নেতৃবৃন্দ সংলাপে সংকট উত্তরণে সরকারের সদিচ্ছা প্রমাণে গ্রেফতার ও দমন-নির্যাতনের পথ পরিহার করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানান।

বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদের শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, গণতান্ত্রিক বিপ-বী পার্টির শহীদুল ইসলাম সবুজ এবং মোর্চার নেতা আকবর খান, জহিরুল ইসলাম, ফখরুদ্দীন কবির আতিক, আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

আরপিও'র অগণতান্ত্রিক সংশোধনী থেকে বিরত থাকুন

২৮ নভেম্বর বিকালে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সভায় নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছাচারী পন্থায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ- আরপিও'র অগণতান্ত্রিক সংশোধনী থেকে বিরত থাকার জন্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন রাজনৈতিক দল ও জনগণের মতামত উপেক্ষা করে আরপিও'র কোন অগণতান্ত্রিক সংশোধনী গ্রহণযোগ্য হবে না। নেতৃবৃন্দ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীতার ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকার বিধান বাতিলের পায়তারার তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন এই বিধান বাতিল হলে সমগ্র নির্বাচনে কালো টাকার মালিক, ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত 'লেভেল পে-য়িং ফিল্ড' এক মহা তামাশায় পরিণত হবে। তারা বলেন বিশেষ মহলকে খুশী করতেই নির্বাচন কমিশনের এই অপতৎপরতা। তারা বলেন এমনিতেই নির্বাচন টাকার খেলায় পরিণত হয়েছে। এখন এই সংশোধনী পাশ হলে নির্বাচনে সৎ ও জনদরদী রাজনৈতিক কর্মী-সংগঠকদের অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন সুযোগ থাকবে না। তোপখানা রোডে বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্দিকুর রহমান, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মোশরেফা মিশু, মোশাররফ হোসেন নান্নু, জোনায়েদ সাকি, হামিদুল হক, মহিউদ্দীন চৌধুরী লিটন, অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, এ্যাড. আব্দুস সালাম, বহ্নিশিখা জামালী, আজিজুর রহমান, ফখরুদ্দিন আতিক, আকবর খান প্রমুখ।

সভায় নেতৃবৃন্দ অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছেন। একই সাথে তারা আরপিও'র সকল অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিলেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

কালোটাকা, পেশী শক্তি, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত নিবার্চনের দাবিতে রংপুরে বাসদের মিছিল

কালোটাকা, পেশী শক্তির প্রভাব, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচনের আয়োজন নিশ্চিত, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, আর্মিরেটে রেশনিং ব্যবস্থা চালু, রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎপ্রকল্প বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে গত ২৬ অক্টোবর সকাল ১১টায় নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বাসদ সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু, জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু। মিছিল থেকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, আর্মিরেটে রেশনিং ব্যবস্থা চালু, গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা নির্ধারণ এবং দেশে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধের দাবি জানানো হয়।

চট্টগ্রাম-সিলেট-ময়মনসিংহ-দিনাজপুরে বাম মোর্চার সমাবেশ

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে দুই জোটের বিরোধ ক্ষমতা দখলের লড়াই

দ্বি-দলীয় দুঃশাসনের বিপরীতে জনগণের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলা; নির্বচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে টাকার খেলা, পেশীশক্তি, ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা, প্রচার মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির ব্যবহার বন্ধ করা; নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন, কার্যকরী ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, দিনাজপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৪ নভেম্বর দিনাজপুরে বাম মোর্চার সমাবেশ পূর্ব বিক্ষোভ

গত ২৯ অক্টোবর বিকেলে ময়মনসিংহে রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বরে বাম মোর্চার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গণসংহতি আন্দোলনের আবুল কালাম আল আজাদ। বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সাইফুল হক, কেন্দ্রীয় নেতা জোনায়েদ সাকী, অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, মোশরেফা মিশু, হামিদুল হক, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, মহিনউদ্দিন লিটন, রফিকুল ইসলাম রবি, আজহারুল ইসলাম আজাদ, সেঁজুতি চৌধুরী।

বাম মোর্চা সিলেট জেলার উদ্যোগে গত ৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টায় সিলেট শহীদ মিনারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ সিলেট জেলার সমন্বয়ক এম. এ হাসিব, পরিচালনা করেন জেলা বাসদ নেতা হুমায়ুন রশীদ সোয়েব। বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আজিজুর রহমান, বাসদ নেতা মানস নন্দী, গনসংহতি আন্দোলন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সদস্য আবু হাসান রুবেল, জেলা বাসদ আহ্বায়ক উজ্জল রায়, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ সিলেট জেলা নেতা এস আলম।

ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষণার দাবিতে সিইপিজেড শ্রমিকদের বিক্ষোভ

অবিলম্বে ইপিজেডে ন্যায্য মজুরি কাঠামো ঘোষণা করে সকল ধরনের কারখানায় হেলপারের মজুরি ন্যূনতম ৮০০০ টাকা, গার্মেন্টস অপারেটরের মজুরি ১০৫০০ টাকা এবং নিটিং অপারেটর ও টেক্সটাইল তাঁতীর মজুরি ১২০০০ টাকা ঘোষণার দাবিতে ৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম সিইপিজেড মোড়ে শ্রমিক অধিকার রক্ষা সামাজিক কমিটির উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি বাসদ নেতা রফিকুল হাসান। গার্মেন্টস শ্রমিক মণি চক্রবর্তীর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক নিখিল কুমার,গার্মেন্টস শ্রমিক সাদিয়া, ইমরান, রুমেল, জাহিদুন্নবী, চন্দনা, জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ইপিজেডের বাইরের কারখানার জন্য সরকার ছয় মাস আগে মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। অথচ ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য আলাদা মজুরি কাঠামো ঘোষণার দায়িত্বে থাকা বেপজা এখনও নীরব। ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য ২০১০ সালে সর্বশেষ মজুরি কাঠামো ঘোষিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে ৩ বছর কেটে গেছে। দ্রব্যমূল্য, বাড়িভাড়া, পরিবহন ব্যয় সবকিছুই বেড়ে গেছে। ১২/১৪ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করেও মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ইপিজেডকে আধুনিক কারাগারে পরিণত করা হয়েছে। এখানে শ্রমিকদের ট্রেডইউনিয়ন করার, প্রতিবাদ করার, দাবি জানানোর কোনো অধিকার নেই। সমাবেশ থেকে বেপজা কর্তৃপক্ষের বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল সিইপিজেডের আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

৬ মাস পার হলেও রানা প্লাজায় শ্রমিক গণহত্যার বিচার হয়নি

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক উজ্জল রায় এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, রানা প্লাজায় শ্রমিক গণহত্যার ৬ মাস পার হওয়ার পরও আজ অবধি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। নিহত-আহত শ্রমিকদের সারাজীবনের আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ প্রদান, আহতদের চিকিৎসা এবং নিহত-আহত শ্রমিকদের পরিবারকে পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালনে সরকার চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, রানা প্লাজায় ভবনধসের মধ্য দিয়ে ১২ শতাধিক শ্রমিক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যার একটি। এই গণহত্যার জন্য দায়ী ভবন মালিক ও গার্মেন্ট মালিকদের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়নি, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে তাদের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়নি। একইসাথে মালিকদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ আদায় করতেও সরকার উদ্যোগ নেয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার নগ্নভাবে মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করেছে।

সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে জাতীয় কমিটির বিক্ষোভ

সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির বিক্ষোভ সমাবেশ গত ১৩ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মু. শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকী, আব্দুস সাত্তার, বজলুর রশীদ ফিরোজ, রুহিন হোসেন প্রিন্স, রাগিব আহসান মুন্না, সিদ্দিকুর রহমান, মোসাহিদ আহমেদ, শহীদুল ইসলাম সবুজ, আবু তাহের, সুবল সরকার, মহিন উদ্দিন প্রমুখ।

বক্তারা বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে রাষ্ট্রীয় বন্ধ বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামত-নবায়ন, গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং সৌরবিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। সমাবেশ থেকে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে চলমান আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়।

সংসদে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান

তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির পক্ষে আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল-াহ ২৪ অক্টোবর ২০১৩ এক বিবৃতিতে বলেছেন, সম্প্রতি জাতীয় পার্টির একজন সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন ও এর সমর্থনে যে যুক্তি দিয়েছেন তা তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইতিপূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন এবং যথারীতি পরবর্তীতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির বিভিন্ন সময়ে সংবাদ সম্মেলন ও জনসভায় যুক্তি দিয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছি। প্রধানমন্ত্রী যুক্তি দিয়েছেন যে বহুদিন ধরে বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু আছে কিন্তু সেখানে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয়নি। আমাদের বক্তব্য এবং যুক্তি এই যে, বড়পুকুরিয়ায় ২০ বছর ধরে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে তা গড়ে ৮০ মেগাওয়াট এর বেশি নয়। যদিও উৎপাদন ক্ষমতা (২x১২৫) ২৫০ মেগাওয়াট। যাই হোক বড়পুকুরিয়ায় ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষতি প্রস্তাবিত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৩২০ মেগাওয়াট এর ক্ষতি অবশ্যই এক স্কেলের নয়। বড়পুকুরিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন রামপালের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সোয়া ৬% বা ১৬ ভাগের ১ ভাগ। এ কথা সবারই জানা যে ক্ষতির মাত্রা স্কেলের উপর নির্ভর করে এমনকি ক্ষতি আনুপাতিকের তুলনায় বহুগুণে হতে পারে। এমনকি সহনশীলতার সীমা লঙ্ঘন করতে পারে। কয়লা পরিবহন ও দহনকালে যে বিষক্রিয়া হয় তার মধ্যে পারদ, সীসা ও অন্যান্য ক্ষতিকর খনিজ পদার্থ থাকে। এগুলো পরিবেশের বিষ। সাপের বিষ বা গুটি বসন্তের যে বিষ তা সীমা লঙ্ঘন করলে মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু সীমাধীন থাকলে ক্ষতির পরিমাণ সহনশীল হতে পারে। যার জন্য অল্প মাত্রায় বিষ ভ্যাকসিন বা ইমমিডনিটি দায়ী হতে পারে।

অতএব বড়পুকুরিয়ায় যে সামান্য ক্ষতি হয়েছে তা দিয়ে বিরাট আকারের রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরুন ক্ষতি বিশেষ করে সুন্দরবনের মত পরিবেশ-স্পর্শকাতর স্থানে যে ক্ষতি হবে তা আনুপাতিক হারে যাচাই করা যায় না।

বলা আবশ্যক যে, বড়পুকুরিয়াতে সামান্য স্কেলে যে ক্ষতি হয়েছে তা সামান্য হলেও মানুষের ব্যাপক দুর্দশার কারণ হয়েছে। সেখানে কয়লার গুড়ো পানিতে মিশে শস্যের ক্ষতি করেছে এবং সামান্য পানির চাহিদা মেটাতে ভূগর্ভস্থ পানিশূন্যতাও হয়েছে, দুষিতও হয়েছে। অতএব প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ও যুক্তি আদৌ তথ্য ভিত্তিক নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়। তাই প্রধানমন্ত্রী রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবেশের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন জাতীয় কমিটি তা প্রত্যাখ্যান করছে।

বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পথ দেখাতে পারে

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) ছিল ঐ রকম পিছিয়ে পড়া। শুভদিন দেখে বীজ বোনা হত। জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য শোভাযাত্রা করে পবিত্র জল ছিটানো হত। পুরোহিতরা ট্রাক্টরকে বলত শয়তানের কল। চাষীরা ট্রাক্টর দেখলে ঢিল ছুঁড়ত। একেক পরিবারে জমি ছিল ১০-১২ একর। তাও অনেক খণ্ডে বিভক্ত। ১৯৩০-৩৩ সালের মধ্যে এইরকম এককোটি চল্লিশ লক্ষ ক্ষুদ্রাকার অনুন্নত খামার একত্রিত হয়ে দু লক্ষ বড় খামারে পরিণত হল। সেগুলোতে যৌথ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হল। ট্রাক্টর ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হল। কৃষি উৎপাদনে সারা দেশে একের পর এক রেকর্ড ভাঙা শুরু হল।

একই কাণ্ড হল শিল্পক্ষেত্রে। হাজার হাজার কিলোমিটার রেললাইন পাতা হল। তৈরি হল লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কৃষিযন্ত্র, কেমিক্যালসহ অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। বিপ্লবের আগে যার কিছুই রাশিয়ায় ছিল না। শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ের থেকে দ্বিগুণ বাড়ল। শিল্প উৎপাদনও বহুগুণ বাড়ল।

৮ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার একাংশ

সেসময় এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের সকল মানুষ তখন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে গড়ে তুলতে মণপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। ডনবাসের কয়লাখনি জার্মানির বিখ্যাত 'রুর'-এর দ্বিগুণ উৎপাদন করল। গোর্কি অটো মোবাইল কারখানা মার্কিন 'ফোর্ড'-এর উৎপাদন সীমা ছাড়িয়ে গেল। লেনিনগ্রাদের কয়েকজন মুচি চেকোস্লোভাকিয়ার 'বাটা'র দেড়গুণ বেশি উৎপাদন করল। শুধু তাই নয়, মরুভূমিতে রেললাইন পড়ল। প্রবলস্রোতা নিপার নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হল। কুয়াশাচ্ছন্ন উরাল পর্বতমালাকে শ্রমশিল্পের কেন্দ্র পরিণত করা হল। এরকম আরও শত সহস্র উদাহরণ দেয়া যাবে।

শুধু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েতবাসী এ মহাযজ্ঞ করেনি, তারা ছিল সর্বহারার মহান আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী

এক নতুন মানুষ তৈরির সংগ্রামে নেমেছিল সোভিয়েতবাসী। একেক জন নিজের সর্বোচ্চ কর্মশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্তাখানভ নামের কয়লাখনির এক শ্রমিক উৎপাদনের উন্নততর পথ বের করে ও রেকর্ড সংখ্যক উৎপাদন করে তাক লাগিয়ে দিল। তার নামে একটা আন্দোলন তৈরি হয়ে গেল। মারি দেমচেঙ্কো নামে এক মেয়ে যৌথখামারে চিনি-বিট জন্মাতো। সে ঘোষণা দিয়ে অনাবৃষ্টির মধ্যেও একর প্রতি সর্বোচ্চ বিট ফলিয়ে সাড়া ফেলে দিল। কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে তার প্রতিযোগিতা লেগে গেল। শুধু কাজই নয়, কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা উত্তর মেরু অভিযান করে, সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়ে হৈ চৈ ফেলে দিল। দুনিয়ার তিল পরিমাণ ভূমিও অজেয় থাকবে না – এই ছিল তাদের মনোবল। দুঃসাধ্য সকল কাজ সাধনের জন্য প্রাণ বাজী রাখতে পারত তারা।

যৌবনের শক্তি সেদিন সোভিয়েত রাশিয়া দেখিয়েছে। মানুষের ক্ষমতা সেদিন দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে তাদের মধ্যে মহান সমাজতন্ত্রের চেতনা ও বিশ্বের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথের সৈনিক – এই দায়িত্ববোধের কারণে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেম দিয়ে আজ আর এই মানুষ তৈরি করতে পারবে না। সেদিন সোভিয়েতের প্রত্যেকটা মানুষ ভাবত, তাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের উপরে সারা পৃথিবীর শোষিত নিপীড়িত মানুষেরা তাকিয়ে আছে। এদের মুক্তি লড়াইয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাই তারা এরকম হতে পেরেছিল। ১০ বছর বয়সীদের একটা স্কুলের বিদায়ী অনুষ্ঠানে তাই সেদিন কিশোর স্টালিনিক বিদায় বক্তৃতায় বলেছিল, "বেঁচে থাকা সুখের – এই রকম একটা দেশে, এই রকম একটা যুগে।"

শ্রমের মর্যাদা এই পুঁজিবাদী সমাজে নেই

কি বিশাল বিপুল কাণ্ড হলো রাশিয়ায় – মানুষের শ্রমে। অথচ আমাদের এ পুঁজিবাদী সমাজে জীবনধারণের জন্য বিক্রি করা ছাড়া শ্রমের আর কোনো মূল্য নেই। বেঁচে থাকার জন্য শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য – এই মানসিকতার পরিবর্তে সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে পরিশ্রম করার মনোভাবের সমাজতান্ত্রিক সমাজে জন্ম হবে। এখন শ্রমিকরা শ্রম দেয়, তার বেশিরভাগ অংশ মালিকরা আত্মসাৎ করে, তাই শ্রমের আনন্দ এখানে নেই। যখন মহৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে শ্রম – শ্রম তখন আনন্দের। এটাই রাশিয়ায় সম্ভব হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে প্রমাণ করে না

আধুনিক সংশোধনবাদের কারণে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটল। অনেকে এটা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ব্যর্থ – এই যুক্তি উপস্থাপন করেন। এটা কোনো যুক্তিই নয়। রাশিয়ায় বিপ্লবের পরই লেনিন বলেছিলেন, "মুষ্টিমেয় বৃহৎ বুর্জোয়া মালিকানা উচ্ছেদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মধ্যে পুরনো সমাজের ধ্যানধারণা, সংস্কৃতি, অভ্যাস, আচরণ দূর করা খুবই কঠিন।" এজন্য দীর্ঘদিন ধরে আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালাতে হয়। আর এগুলি টিকে থাকলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরেও ব্যক্তিগত লোভলালসা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, মালিকানাবোধ দীর্ঘদিন থাকে। অন্যদিকে এগুলোকে ব্যবহার করে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও ক্ষমতাচ্যুত দেশীয় পুঁজিবাদ প্রতিবিপ্লব ঘটাতে পারে। ফলে ক্রমাগত চেতনার বিকাশ ঘটানোর কাজ রাশিয়াতে হয়নি বলে তার এই দশা হয়েছে। বিষয়টা এমন নয় যে এটা তখন কেউ ধরতে পারেনি। কিংবা বোঝার আগেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। ব্যাপারটা মোটেই এরকম নয়। ধীরে ধীরে রাশিয়ায় সংশোধনবাদ বিকশিত হয়েছে, পুঁজিবাদ অনুপ্রবেশ করেছে। অঙ্কুরেই এই উপসর্গ ধরতে পেরে তৎকালীন ভারতের এসইউসিআই-এর সাধারণ সম্পাদক, প্রখ্যাত মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে চীনের পার্টিও রাশিয়ার সাথে এ বিষয়ে বিতর্ক করেছে। কিন্তু ব্যক্তিবাদ ও তার উত্থান, সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ ইত্যাদি কীভাবে দলের অভ্যন্তরে সংশোধনবাদী প্রবণতা উস্কে দেয় এবং ফলশ্রুতিতে গোটা দল ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটে – এ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক মূল্যায়ন সেই সময়ে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে কমরেড শিবদাস ঘোষই হাজির করেন। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের জয়জয়কারের ঐ সময়ে বড় বড় মার্কসবাদী দলের ভীড়ে সঠিক আদর্শ ও চর্চা নিয়ে শুরু করা তাঁর দল খুব বড় ছিল না, এবং তিনিও খুব পরিচিত নেতা ছিলেন না বলে এসব বিষয় সেদিন খুব একটা আলোচনায় আসেনি। সে সময় এই শিক্ষা থেকে সোভিয়েত রাশিয়া নিজেদের শুধরে নিলে আজ হয়তো এই পৃথিবীর চেহারা অন্য রকম হতো।

বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই মানুষকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ দেখাতে পারে

সকল রকম দলীয় সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে, জনগনের সমস্যা সংকট নিয়ে সর্বোচ্চ বোঝাপড়া ও ন্যূনতম কর্মসূচি-ভিত্তিক ঐক্যের ভিত্তিতে বামপন্থীদের গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত থাকবেই। সেটা নিয়ে মতবিনিময় হবে, সংগ্রাম হবে। এমনকি আন্দোলনের সময়ও নির্বাচন নিয়ে, কলাকৌশল নিয়ে, সংগ্রামগুলোকে শেষ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চাই এবং এর জন্য সংগ্রামগুলোকে কীভাবে গড়ে তুলবো তা নিয়ে মতপার্থক্য থাকবে এবং থাকাটা স্বাভাবিক। 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য'র ভিত্তিতেই তার সমাধান হবে। সার্বিক ঐক্য কোন সংগ্রাম নেই, আবার সার্বিক সংগ্রাম কোন ঐক্য নেই, ঐক্য সম্পর্কিত এই ধারণা ভ্রান্ত। ফলে এই প্রক্রিয়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বামপন্থীদের এগোতে হবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে দল গড়ে তোলার সংগ্রাম বেগবান করতে হবে

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান যে, বিপ্লব করতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথম শর্ত – সঠিক আদর্শ, তত্ত্ব ও বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে একটি সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব দেয়ার মতো উপযুক্ত শক্তি নিয়ে উপস্থিত হওয়া। দ্বিতীয় শর্ত – যুক্তফ্রন্ট। প্রথমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তরে বামপন্থী এবং গণতন্ত্রের শক্তিগুলোর যুক্তফ্রন্ট। এই স্তর উত্তীর্ণ করার পর পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের অবশ্য প্রয়োজনীয় যুক্তফ্রন্ট। অর্থাৎ প্রলেতারিয়ান ইউনাইটেড ফ্রন্টের জন্ম দেয়া। তৃতীয় শর্ত – সংযুক্ত এবং সম্মিলিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জনতার নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার গড়ে তোলা – যেগুলো সকল পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্তফ্রন্টের এলাকা বা জেলাগত কমিটিগুলোর মতো হবে না। এ হবে, খানিকটা রাশিয়ার শ্রমিক চাষীর সোভিয়েতের মতো সংগঠন। যা শ্রমিক চাষীর সম্মিলিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে। এবং যাদের কর্মধারা গ্রহণ করবার, বর্জন করবার এবং কর্মধারাকে বাস্তবে প্রয়োগ করবার মতো স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। এই তিনটি শর্ত পূরণ করতে না পারলে বিপ্লব হবে না। তাই শর্তসমূহকে পূরণ করার লক্ষ্যে আমাদের দলকে সর্বশক্তি নিয়ে মানুষের মধ্যে যেতে হবে এবং যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কমরেডদের বুঝতে হবে। এভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার আমরা গড়ে তুলব। সে লক্ষ্যে সবাই এগিয়ে যাবেন।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ।

[মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৯৬তম বার্ষিকী এবং আমাদের দলের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৮ নভেম্বর ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের আলোচনা সভায় এবং ১৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম শহীদ মিনারের জনসভায় কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর প্রদত্ত বক্তব্য সংকলিত করে প্রকাশ করা হল।]

৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির আন্দোলন এগিয়ে নিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শ্রমের বিনিময়ে গার্মেন্ট বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান খাত। এই বঞ্চিত শ্রমিকরা একদিকে দেশের সম্পদ তৈরি করে; অন্যদিকে হরহামেশাই আগুনে পুড়ে মরে, ভবন ধসে মরে, বেশিরভাগ কারখানায় নেই নিরাপদ কর্ম পরিবেশ। এ শ্রমিকরা মাসের ঠিক সময়ে মজুরি পায় না, নিয়মানুযায়ী ওভারটাইম সুদূরপরাহত বিষয়। মাস শেষে যে মজুরি পায় তাতে জীবন চালানোই দায়, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে স্বাভাবিক মানবিক জীবন বলে তাদের কিছু নেই। সর্বোচ্চ মুনাফার কাঁটছাঁট হবে তাই মজুরি বাড়ানোতে মালিকদের আপত্তি। নিজেদের বিলাসব্যসনের শেষ নেই কিন্তু শ্রমিক বাঁচবে কি করে তার জবাব নেই তাদের কাছে। শ্রমিকের খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নিশ্চিত করা মানে প্রকারান্তরে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা। শিল্পের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শ্রমিকের সক্ষমতা বাড়ানো অপরিহার্য্য যা নিশ্চিত করতে পারে ন্যায্য মজুরি। কিন্তু আমাদের দেশের মালিকরা নগদ বোঝে।

নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ড 'শ্রমিকদের জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন-ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ্য, দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা' বিবেচনা করার দাবি করেছেন। তাঁরা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম সফর করেছেন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে ২০১০ সালের মজুরি কাঠামো ন্যায্য ছিল না এবং তৎকালীন জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। শ্রমিকরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। পুলিশি দমন-পীড়নের মাধ্যমে শ্রমিক বিক্ষোভ দমন করে তা শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে ২০১০ সালের মজুরিকাঠামোর সাথে তুলনা করে নয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে মনুষ্যোচিত মজুরি কত হওয়া উচিত তা বিবেচনা করে এবং গার্মেন্টস শিল্পের মুনাফা ও অগ্রগতির নিরিখে নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এমতাবস্থায় নিম্নতম মজুরি বোর্ড ৫৩০০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করে যে প্রস্তাব শ্রম মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। জীবনযাত্রার ব্যয়, মূল্যস্ফীতি, বিশ্বব্যাংক ঘোষিত দারিদ্র্যসীমার আয়ের ওপরে মজুরি, অন্যান্য গার্মেন্ট রপ্তানিকারক দেশের মজুরিকাঠামোর সাথে তুলনামূলক বিবেচনা, গার্মেন্টস শিল্পের মুনাফার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মজুরি, গার্মেন্ট শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি কোনো মাপকাঠিতেই প্রস্তাবিত মজুরি যৌক্তিক নয়, শ্রমিকদের প্রত্যাশার সাথেও তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থনীতিবিদ এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন হিসাব করে দেখিয়েছেন বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী একজন গার্মেন্ট শ্রমিকের বেতন ১৮০০০ টাকা হওয়া উচিত, সেখানে ৮০০০ টাকা মূল মজুরি দাবি তো সামান্যই। মজুরি বোর্ডের বর্তমান প্রস্তাবে মূল মজুরি খুব অল্প ধরা হয়েছে। এর ফলে বাড়ি ভাড়া ভাতা (মূল মজুরির ৪০%) এবং ওভার টাইম ডিউটি বাবদ শ্রমিকদের পাওনা (ঘণ্টাপ্রতি মূল মজুরির দ্বিগুণ হারে) আনুপাতিক হারে কম হবে। এছাড়া এই প্রস্তাবে মূল মজুরি কম রেখে মোট মজুরির পরিমাণ বাড়িয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে খাদ্য ভর্তুকি ৩০০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ২০০ টাকা মোট মজুরির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ এখনই বহু কারখানায় মজুরির অতিরিক্ত হিসেবে শ্রমিকরা খাদ্য ভাতা বাবদ ৫০০-৭০০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩০০-৪০০ টাকা পায়।

ন্যূনতম প্রস্তাবিত ৫৩০০ টাকা মজুরি নিয়ে মালিকরা প্রত্যাখ্যানের নাটক করছেন, যাতে শ্রমিকরা জোর কণ্ঠে দাবি না তোলে এবং এর মধ্য দিয়ে সরকারের সাথে যেন দরকষাকষি করতে পারে। গার্মেন্ট মালিকরা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নানা সহযোগিতা সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। প্রয়োজনে তারা সংগঠিতভাবে সরকারকে চাপ দিয়ে নিজেদের দাবি আদায় করে নিতেও সচেষ্ট হয়। কিন্তু গার্মেন্ট শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া, দাবি-দাওয়া পেশ করার পর্যন্ত উপায় নেই। এরকম একটি অবস্থায়, মজুরি বোর্ড কি শোষিত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসবে না? আমরা মজুরি বোর্ডের বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রত্যাশা করি। আমরা মনে করি, শ্রমিকের বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনেই বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী ন্যূনতম মূল মজুরি ৮০০০ টাকা নির্ধারণ করা উচিত। মজুরি বোর্ড আমাদের আপত্তিপত্রের নিরিখে মজুরি পুনর্বিবেচনা করবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।"

গত ১৪ নভেম্বর সকাল ১১টায় বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিলসহ নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ে চেয়ারম্যান বরাবর আপত্তিপত্র পেশের পূর্বে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, ঢাকা নগর শাখার সংগঠক ফখরুদ্দিন কবির আতিক ও কল্যাণ দত্ত। এসময় নেতৃবৃন্দ ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি নিয়ে মালিক-সরকারের টালবাহানা, কারখানা বন্ধ করে দেয়া, বিক্ষোভরত গার্মেন্ট শ্রমিকদের পুলিশি নির্যাতনসহ মালিকগোষ্ঠীর স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা জানান।

আমেরিকায় 'শাট ডাউন'

নাটকের শেষটা তো জানাই ছিল

প্রথম অঙ্কের পর্দা ওঠার আগেই নাটকের শেষ অঙ্কটা যে লেখা হয়ে যায়, এ তো অজানা কোনো তথ্য নয়। ১ অক্টোবর আমেরিকার প্রতিনিধি সভা বা কংগ্রেসে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে বাজেট পাশ না হওয়ায় যখন মার্কিন সরকারের বেশিরভাগ দপ্তরে তালা পড়েছিল, মার্কিন সাংবাদিকরাই বলেছেন, এ হল ডামাডোলের আড়ালে জনগণের খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক সুরক্ষা খরচে রাশ টানার কৌশল মাত্র। এমনভাবে হইচই তোলা হচ্ছিল যেন রিপাবলিকানরা সামাজিক সুরক্ষা খাতে খরচ চায় না, আর প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নেতৃত্বে ডেমোক্র্যাটরা সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নে একেবারে ঘোর জনদরদী। সারাবিশ্বের সংবাদমাধ্যম একেবারে হামলে পড়ে রব তুলেছিল ১৭ অক্টোবরের মধ্যে মার্কিন সরকারের ঋণ নেওয়ার উর্ধ্বসীমা না বাড়াতে পাড়লে বিশ্বজুড়ে নাকি সমূহ সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে। অবশেষে যথারীতি কমেডি নাট্যরীতি মেনে মধুরেণ সমাপয়েত হয়েছে। ১৬ তারিখে মার্কিন প্রতিনিধি সভা কংগ্রেসে দুই দলের সমঝোতা হয়ে সরকারের তালা খুলেছে, ঋণের সীমাও ১৬.৭ লক্ষ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ১৭.৯৪ লক্ষ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। যদিও এই সমঝোতা নাকি সাময়িক। কিন্তু দেখা গেল অচলাবস্থার পুরো সময়টা ধরে ওয়াল স্ট্রিটের বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের আলোচনা চলেছে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা অচলাবস্থার দ্বিতীয় দিনে বাণিজ্যজগতের অন্যতম মাইক্রোফোন সিএনবিসি টেলিভিশন চ্যানেলে বলেছিলেন, সামাজিক সুরক্ষা এবং প্রস্তাবিত সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা বা 'অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট' নিয়ে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে মতপার্থক্য। এই আইনকে অনেকেই ২০১৬-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী পারাবার পার হওয়ার জন্য ওবামা ভেলা মনে করে নাম দিয়েছেন 'ওবামা কেয়ার'। অচলাবস্থা যত এগিয়েছে ততই স্পষ্ট হয়েছে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা বাগাড়ম্বর যাই করুক দুই দলই একটা ব্যাপারে একমত যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বাজেট ঘাটতি কমিয়ে মিলিটারি এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদের আর্থিক সাহায্য (স্টিমুলাস প্যাকেজ) চালিয়ে যাওয়া এবং রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ ঠিকমত গুণে যাওয়া। এই খাতগুলি বাদে সরকারের ব্যয় সংকোচের প্রশ্নেও তারা সম্পূর্ণ একমত।

কিন্তু ভোটের বাজারে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের লড়াইতে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাজেট পাশ না হওয়ায় ১ অক্টোবর সরকারের দপ্তরে তালা পড়ে যায়। ফলে ৮ লক্ষ সরকারি কর্মচারীকে ১৬ দিন ধরে বিনাবেতনে বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য করা হল, ৪ লক্ষ কর্মচারি বিনা বেতনে কাজ করতে বাধ্য হলেন, প্রায় ৮৯ লক্ষ দরিদ্র মা ও শিশু এই ১৬ দিন ধরে সস্তায় খাদ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। বয়স্কদের ভাতা, বেকার ভাতা, ছাঁটাই শ্রমিকদের ভাতা সবই ১৬ দিনের জন্য বাদ চলে গেলো। যদিও মিলিটারি, যুদ্ধ, প্রেসিডেন্টের বেতন, সেনেটর এবং কংগ্রেস সদস্যদের বেতন যথারীতি চালু ছিল। সংবাদ মাধ্যমই বলছে, রিপাবলিকান নেতা টেড ক্রুজ ২০১৬-তে প্রেসিডেন্ট পদের অন্যতম দাবিদার। ওবামার বিরুদ্ধে সুযোগ পেলে পেশী আস্ফালন তিনি করবেনই। আবার অর্থনীতির সংকটে জেরবার প্রেসিডেন্ট ওবামার দরকার জনগণের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার । তাই তিনি যেমন চেয়েছেন 'ওবামা কেয়ার' নিয়ে হইচই উঠুক, তেমনই আবার চেয়েছেন শিল্প মহলকে বার্তা দিতে – আমি তোমাদেরই লোক। শিল্পমহল সামাজিক সুরক্ষাখাতে ব্যয় নিয়ে ভ্রূ কুঁচকাতেই ওবামা বার বার বলছেন অনাবশ্যক সামাজিক সুরক্ষা খাতে খরচ কমাতে সরকার বদ্ধপরিকর। ওবামা শিল্পপতিদের কথা দিয়েছেন সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিমা থেকে নিয়োগকারীদের দায়িত্বের প্রশ্নটি তিনি লঘু করে দেবেন। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? অচলাবস্থার শুরুতেই ৩ অক্টোবর আমেরিকান সাংবাদিক ব্যারি গ্রে বলেছিলেন, এই অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে পর্দার আড়ালে সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সমস্ত জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি দায়িত্ব সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেওয়ার জমিন তৈরী করার জন্য। কথাটা সত্য বলেই প্রমাণ হল।

আইএমএফ-এর ডিরেক্টর ক্রিস্টিন লাগার্ডে আবার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে আমেরিকার খরচ নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পরামর্শ দিয়েছেন এই সব খাতে খরচ দ্রুত কমিয়ে অবিলম্বে শিল্পপতিদের জন্য স্টিমুলাস প্যাকেজ দেওয়া উচিত। ওয়াশিংটন পোস্টের সম্পাদকীয় কলাম থেকে শুরু করে আমেরিকার তাবড় সব ব্যাংক কর্তা ধুয়ো ধরেছেন যে, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে খরচ না কমালে আমেরিকার সংকট নাকি কাটবে না। তাঁরা সংকোচনের নিদান হেঁকে বলছেন, সংকট ত্রাণের এটিই একমাত্র রাস্তা।

গত ছয় মাসে মার্কিন সরকারের কোষাগার ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৭৫ হাজার ৫৩ কোটি ডলার। মার্কিন সরকারের ঋণ সে দেশের আর্থিক লেনদেনের সমান (বিবিসি নিউজ, ১৬-১০-১৩)। এই বিপুল ধার ও ঘাটতি কি দেশের সাধারণ মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা খাতে সাহায্য দেওয়ার জন্য হয়েছে? প্রখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক পল ক্রেগ রবার্টস-এর মতে, মার্কিন সরকার গত ২৫ বছরে সামাজিক সুরক্ষা খাতে তহবিল তৈরির নামে কর এবং বন্ড থেকে যা আয় করেছে, ব্যয় করেছে তার থেকে অনেক কম (পলক্রেগ রবার্টস, ইন্টারনেট কলাম-২০১৩)। বৃহৎ পুঁজিপতিরা সীমাহীন লাভের জন্য সমস্ত কাজের আউটসোর্সিং করছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সস্তা শ্রমকে শোষণ করে বাড়তি লাভের আশায় দেশের প্রায় সমস্ত কাজ সাগর পাড়ে চালান করছে। যার ফলে আমেরিকার অভ্যন্তরে উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ একেবারে তলানিতে। উন্নত প্রযুক্তি কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত না হয়ে, হচ্ছে কম কর্মচারী নিয়োগ করে বেশি লাভের লক্ষ্যে। কাজ হচ্ছে মূলত পরিষেবা খাতে। স্থায়ী কাজ প্রায় নেই। দেশের কর্মক্ষম মানুষের ৭.৩ শতাংশ বেকার। মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে এক বছরে ২.৭ শতাংশ অথচ মজুরি বেড়েছে গড়ে ০.৭ শতাংশ (দ্য গার্ডিয়ান, ১৬-১০১৩)। ফলে দেশে যেমন সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না, অন্যদিকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। কমছে কর বাবদ সরকারের আয়। এর সাথে করপোরেট ট্যাক্স প্রতি বছর একাধিক বার কমানো হয়েছে। যার হাত ধরে সরকারি আয় কমেছে আরও বেশি। অপর দিকে বাড়ছে পুঁজিপতিদের দেওয়া স্টিমুলাস প্যাকেজ এবং সারা পৃথিবী জুড়ে মার্কিন যুদ্ধযন্ত্রকে সচল রাখার বিপুল খরচ। এর জন্যই বেড়েছে মার্কিন সরকারের কোষাগার ঘটতি। অথচ তার দায় চাপছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি শুধু এশিয়া ইউরোপকে ছিবড়ে করছে না, নিজের দেশের মানুষকেও রক্তশূন্য করে দিচ্ছে।

শুধু আমেরিকা নয়, ইউরোপসহ বিশ্বের সকল পুঁজিপতি দেশেই আজ সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, যাকে অন্য নামে কল্যাণমূলক প্রকল্প বা কৃষিতে 'ওয়েলফেয়ার স্কিম' বলা হয়, তার উপর প্রবল আক্রমণ শুরু হয়েছে। ইউরোপে ব্যয় সংকোচের নামে যে অভিযান সকল দেশের সরকারগুলি শুরু করেছে তা আসলে একদা রাষ্ট্রেরই চালু করা কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির উপর খোলাখুলি আক্রমণ।

এই কল্যাণমূলক প্রকল্পের একটা ইতিহাস আছে। বিশেষ করে ইউরোপে এটা চালু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পটভূমিতে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ দেশের জনসাধারণের জন্য বহুরকম যে সব কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা চালু করেছিল, তার প্রতি আকর্ষণ থেকে পুঁজিপতি দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন ঐ সব দাবিতে ঢেউ তুলবে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হবে, এই আশঙ্কায় পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিও নানা কল্যাণমূলক ব্যবস্থা চালু করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার পুঁজিবাদের অনিবার্য বাজার সংকট থেকে এর দ্বারা কিছুটা রেহাইও মিলেছিল, যেহেতু এই সব সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প জনগণের হাতে কিছুটা ক্রয়ক্ষমতা জুগিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা কালক্রমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে সরকারি ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে। ঐ সময় পুঁজিপতি রাষ্ট্রকে বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে ঐ ব্যবস্থা মেনে নিলেও আজ যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই তখন তারা তা মানতে নারাজ। বিশেষ করে তীব্র বাজার সংকটে পড়ে পুঁজিপতি শ্রেণি আরও বেশি সরকারি সহায়তা দাবি করছে। আর যেহেতু সমাজতন্ত্র নেই, দেশে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন দুর্বল, অতএব পুঁজিপতিশ্রেণিও শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর আক্রমণে বেপরোয়া।

এটাই হচ্ছে সংকটের কেন্দ্রবিন্দু। মার্কিন পুঁজির প্রতিনিধি হিসেবে আর্থিক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ওবামা ও রিপাবলিকানদের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্যই নেই, যেমন ভারতে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে নেই। কিন্তু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। আমেরিকাতেও ঠিক এরকম। সকল সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবস্থাটা প্রায় একই। *[সূত্র : গণদাবী, ২৫ অক্টোবর ২০১৩]*

মার্কিন গোয়েন্দা নজরদারি

এরই নাম গণতন্ত্র!

নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। অধিকার রক্ষা তো দূরের কথা অধিকার হরণের অভিযোগ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারি খোদ আমেরিকার বিরুদ্ধে। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই-এর সাবেক কর্মী এডওয়ার্ড স্নোডেনের ফাঁস করা তথ্যের বরাতে এ খবর বিশ্ববাসী জেনেছে অনেক আগেই। এবার শুধু নিজ দেশের নাগরিকের ওপর নয়, অভিযোগ উঠেছে জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল-সহ বিশ্বের ৩৫টি দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ফোনে আড়িপাতার।

জার্মানির সাপ্তাহিক পত্রিকা ডার স্পাইগেল পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত ১০ বছর ধরেই মার্কেলের ফোনে আড়ি পেতেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ঘটনায় জার্মানি সরকার তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। শুধু জার্মানি নয়, এডওয়ার্ড স্নোডেনের বরাতে ব্রিটিশ গার্ডিয়ান পত্রিকা জানিয়েছে, ৩৫টি দেশের নেতাদের ওপর এই নজরদারি কার্যক্রম চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ফ্রান্স, স্পেন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিলের মতো দেশ রয়েছে এই তালিকায়। গণতন্ত্রের দাবিদার রাষ্ট্রের এই হচ্ছে গণতন্ত্রের নমুনা।

গণতন্ত্র যে শুধু নির্বাচনী বিধিব্যবস্থা নয়, মানুষের জীবনকে উন্নত করার প্রয়োজনে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ তার মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা – একথা মানুষ ভুলতেই বসেছে। মৌলিক অধিকার যেমন, তেমনি মতামতের স্বাধীনতাও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। ব্যক্তিতো বটেই, এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করবে না আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ নীতি গণতন্ত্রের ভিত। কিন্তু আমরা দেখেছি আমেরিকা কখনো এ নীতির তোয়াক্কা করে নি। কখনও স্বৈরাচার কখনও জঙ্গীবাদ সন্ত্রাস ইত্যাদির ধুয়া তুলে ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে যুদ্ধ বাধিয়েছে। এসব দেশে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট হয়েছে মানবিক বিপর্যয়।

কার স্বার্থে এ যুদ্ধ? আমেরিকার পুঁজিবাদি-সাম্রাজ্যবাদি অর্থনীতি বাজার সংকট মোকাবেলার পথ না পেয়ে দিশেহারা। এ অবস্থায় সংকটগ্রস্ত অর্থনীতি তথা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বাঁচিয়ে রাখতে অর্থনীতির সামরিকীকরণ করছে। এর অনিবার্য ফল যুদ্ধ। যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদি অর্থনীতির বাঁচবার কোনও পথ খোলা নেই। যুদ্ধ মানুষের জীবন বিপন্ন করে, জনপথে মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে রাখে। যুদ্ধ-ব্যয় মেটাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার সংকুচিত করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার। কাজ না পেয়ে পথে পথে ঘুরছে। সাম্প্রতিক সময়েও 'শাট ডাউন'-এ প্রায় আট লক্ষ মানুষ বেতন না পেয়ে বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ বলে পরিচিত আমেরিকার পুঁজিবাদি অর্থনীতি এমনই সংকটগ্রস্থ যে, মানুষের অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের সমস্যা মেটাতে না পেরে, বিক্ষুব্ধ জনগণের হাত থেকে শোষণ-বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে নিজ দেশের নাগরিকদেরই হুমকি মনে করছে। নাগরিকদের স্বাধীনতা হরণ করে ব্যক্তিগত টেলিফোনে আড়ি পাতছে। মানুষের কোনো রকম গোপনীয়তা বলে আর কিছু থাকছে না। এটাও গণতন্ত্রের লঙ্ঘন। যে আমেরিকা একদিন গণতন্ত্রের স্লোগান তুলে বলেছিল – অব দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল – কোথায় সে গণতন্ত্র? কোথায় আজ মতামতের স্বাধীনতা? ব্যক্তির স্বাধীনতা? একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষার্থে সে তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি জলাঞ্জলি দিয়েছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মূল্যবোধকে গলা টিপে মারতে চাইছে। সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের স্বার্থে দেশে দেশে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের পথ ধরে যুদ্ধ বাধাচ্ছে।

আমেরিকার এই লুণ্ঠণ-আগ্রাসনের কাজে ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেশগুলোও আমেরিকার নজরদারি-খবরদারি থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আসলে গণতন্ত্র তাদের মুখের বুলি। পুঁজিই এখন সর্বময় ক্ষমতার মালিক। পুঁজিতন্ত্রই রাষ্ট্রতন্ত্রকে পরিচালিত করছে। তাই পুঁজিতন্ত্র ও মানুষের স্বাধীনতা – এ দুটো আজ একসাথে থাকতে পারে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারি সংকটের জন্য দায়ী যে পুঁজিবাদি-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা তার অস্তিত্বের স্বার্থে ভিন দেশের সার্বভৌমত্ব, মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। তাই সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে চাইলে এই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শেকড় উপড়ে ফেলতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সংকট উত্তরণে কার্যকরি কোনো দিশা নেই

– বাম মোর্চা

৮ নভেম্বর সকালে তোপখানা রোডস্থ গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার অস্থায়ী কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ পর্যালোচনা করে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে নির্বাচনকেন্দ্রীক বিদ্যমান সংকট উত্তরণের কোনো দিশা নেই। নির্বাচনকালীন গ্রহণযোগ্য সরকার কি হবে, সরকার প্রধান কে হবেন, নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণার আগে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হবে কিনা প্রভৃতি বিতর্কিত ও অমীমাংসিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে নির্দিষ্টভাবে কোনো কিছু উল্লেখ নেই। নির্বাচনকালীন গ্রহণযাগ্য সরকার ছাড়া নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণ যে নিশ্চিত হবে না – প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে এই উপলব্ধিও অনুপস্থিত।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তীকালীন কোনো সরকার যে গ্রহণযোগ্য হবে না – তা অত্যন্ত স্পষ্ট। দেশে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কালো টাকা, পেশীশক্তি ও প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত গণতান্ত্রিক নির্বাচনী পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা যে নিশ্চিত করা প্রয়োজন – প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে এর কোনো কিছুই উল্লেখ নেই। আর প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত সর্বদলীয় অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাবও নতুন কিছু নয়; ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে নির্বাচনকেন্দ্রীক সংকট উত্তরণে এই ধরনের একটি প্রস্তাব তখন আওয়ামী লীগ নিজেরাই প্রত্যাখান করেছিল। নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক দল ও জনগণের মনোভাব বিবেচনায় নিয়ে সংকট উত্তরণে কার্যকরি প্রস্তাবনা হাজির করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্দিকুর রহমান, মোশরেফা মিশু, জোনায়েদ সাকি, ফখরুদ্দীন কবির আতিক, শামীম ইমাম, হামিদুল হক, এড. আবদুস সালাম, মোফাজ্জল হোসেন মোশতাক, শহীদুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ। সভায় বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ ঢাকা শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা-সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধের ঘোষণাকে চরম স্বৈরতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে বলেছেন সরকারের এই স্বেচ্ছাচারি সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরো জটিল করবে। নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে অসহিষ্ণু ও অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

জনগণের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলুন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতও নেই। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ মহাজোট ও জোটের হানাহানি আর খাই খাই দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিকে প্রত্যাখান করে বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে জনগণের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দেন।

বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা গণতান্ত্রিক বিপ-বী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, বাসদের ফখরুদ্দীন কবির আতিক, মহিনউদ্দীন চৌধুরী লিটন, আব্দুস সালাম প্রমুখ।

কমলনগরে ঈদ পুনর্মিলনী

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮ অক্টোবর বিকাল ৪টা হাজিরহাট তোয়াহা স্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাসদ কনভেশন প্রস্তুতি কমিটির জেলা সদস্য মনির উদ্দিন নাভলু। বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নোয়াখালী জেলার সাবেক সভাপতি মাসুদ রেজা, প্রেমানন্দ দাস, জসিম উদ্দিন খোকন, গোলাম রাব্বি, ইশরাত রাহী রিশতা। গান ও কবিতা আবৃত্তি করেন বিশ্বরূপ ভুমিক, আবির। সভা পরিচালনায় বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির জেলা সদস্য নূরুল আলম।

নিপীড়ক-লুটপাটকারীদের ক্ষমতার কোন্দলে পুড়ছে জনগণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) স্বৈরশাসকদের চেয়ে কম যায় না। বিএনপি সরকারের চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদী প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, একদলীয় নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে। তখন দেশের গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী দল ও শক্তিগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করেছে। আওয়ামী লীগও জামাতের সাথে কৌশলগত মৈত্রী করে আন্দোলন করেছে। আন্দোলনের মুখে বিএনপি সরকার সংবিধানে সংশোধনী এনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়েছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন আপাত অর্থে নিরপেক্ষ হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে দলীয়করণ করার প্রচেষ্টা নগ্নভাবেই চলেছে। নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে পাওয়ার পরিকল্পনা থেকে বিচারপতিদের চাকুরির বয়স সীমা বাড়নো, দলীয় লোকদের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দান, পদোন্নতি প্রদান – এসবই চলেছে। নির্বাচন কমিশনও দলীয়করণের খপ্পরে পড়েছে। সর্বশেষ, বিএনপি-জামাত জোট নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দলীয় রাষ্ট্রপতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানিয়েছিল। আর এবার আওয়ামী লীগ বিচার বিভাগের রায়কে উসিলা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে সংকটকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। যদিও বিচারবিভাগের রায়ে আগামী ২ মেয়াদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে পারে, এমন কথাও বলা হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল, নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে এ দুই বড় দল কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, দেশবাসীও এদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না।

দেশে এখন যে সংকট চলছে তা বুর্জোয়া ব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক সংকট। কিন্তু সে সংকটকেই আজ দেশের সর্বময় সংকটে পরিণত হয়েছে। দুই বড় বুর্জোয়া দল তাদের ক্ষমতা দ্বন্দ্বে জনগণকে জিম্মি করেছে। একে অপরের দুঃশাসন-লুটপাট-সন্ত্রাস-দলীয়করণ দেখিয়ে নিজের ভোটের বাক্স ভারী করতে চাইছে। তবে জনগণকে জিম্মি করে এ সংঘাতের রাজনীতি চললেও, জনগণ এবং জনগণের অধিকার যে এই দুই দল ও তাদের সহযোগীদের কাছে কোনো তাৎপর্য বহন করে না – সেটাও দেশের মানুষ খুব ভালো করেই বোঝে। এরা ক্ষমতার জন্য লুটেরা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কালোটাকার মালিক, সন্ত্রাসী গডফাদার, সামরিক-বেসামরিক আমলা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে নানা ধরনের আপস-সমঝোতা-চক্রান্ত করে। প্রয়োজনে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেয়। দেশের মানুষ এসব বোঝে না এমন নয়।

সদ্য ক্ষমতার মেয়াদ সম্পন্নকারী মহাজোট সরকারের দুঃশাসনের স্মৃতি মানুষের মনে এখনো দগদগে ঘা হয়ে আছে। গত ৫ বছরের শাসনে আওয়ামী মহাজোট দেশবাসীকে কি উপহার দিয়েছে? জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণে কোনো নতুন পদক্ষেপ কি আওয়ামী লীগ নিয়েছে? শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম ও সার-বীজ-ডিজেলের সুলভ প্রাপ্তি, সিন্ডিকেট চক্র ভেঙে দিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ – কোনো ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগের সাফল্য নেই। বরং এ ৫ বছর ধরে বাজার ছিল লাগামহীন। সরকার জ্বালানি তেল ও গ্যাস-বিদ্যুতের দাম কয়েক দফা বাড়িয়েছে। বাসের ভাড়া বেড়েছে, বাড়ি ভাড়া বেড়েছে। হলমার্ক-ডেসটিনি কেলেঙ্কারি, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি, রেলের নিয়োগ বাণিজ্য কেলেঙ্কারি, সরকারি ব্যাংকগুলোর নানা অনিময়-দুর্নীতি, পদ্মাসেতু দুর্নীতি – আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির কোনো সীমা পরিসীমা নেই। সন্ত্রাস দিনে দিনে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সাংবাদিক দম্পত্তি সাগর-রুনি হত্যার মতো চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের পর্যন্ত বিচার হয়নি। বিরোধী দলের একজন এমপি নিখোঁজের কোনো সুরাহা হয়নি। পুরাতন ঢাকায় ঘটে যাওয়া বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ড, নারায়ণগঞ্জের ত্বকী হত্যাকাণ্ড – দুএকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা সরকারী দলের নেতা-কর্মীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অংশগ্রহণে ঘটেছে। এমন ঘটনা সারাদেশে অগণিত। এমনকি জনগণের বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়েও আওয়ামী লীগ যেভাবে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চেয়েছে, সেটাও দেশবাসী প্রবল ঘৃণার সাথে প্রত্যক্ষ করেছে। রামু-উখিয়া-টেকনাফে বৌদ্ধ পল্লীতে হামলার পর এবার পাবনার সাঁথিয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। জনগণের সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন শাসকদের সর্বশেষ গণবিরোধী শাসনের নজির।

বিপরীত দিকে প্রধান বিরোধী দল, যারা আজ ভোটে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে, তাদের দুঃশাসনের স্মৃতিও তো মানুষ ভুলে যায়নি। দুর্নীতিতে চারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়া, ফুলবাড়ী-কানসাটের গণবিদ্রোহ দমনে শাসকদের বর্বরতা, বিদ্যুৎ নিয়ে খাম্বা মামুন-গংদের লুটপাট, সিন্ডিকেট-চক্রের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও লাগামহীন মূল্য সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী গডফাদারদের লালন-পালন, চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, বাংলা ভাই-জেএমবি গোষ্ঠীর উত্থান, রমনা বটমূল-পল্টন-উদিচী বোমা হামলাসহ সারাদেশে একযোগে বোমা-গ্রেনেড হামলা – এ তালিকাও অনেক দীর্ঘ।

অর্থাৎ জনবিরোধী শাসন পরিচালনায়, লুটপাট-দলীয়করণ, সন্ত্রাসীদের মদদদান, মৌলবাদী শক্তির প্রশ্রয়দানে দুই দলাই সমান পারদর্শী, সমান দক্ষ। দেশের সম্পদ তেল-গ্যাস-কয়লা লুটপাটেও এই দুই দল সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

বুর্জোয়ারা তাদের ক্ষমতার বিরোধে জনগণকেও আটকে ফেলেছে। নির্বাচন কতটা অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে, মানুষ শান্তিতে ও নিরাপদে ভোট দিতে পারবে কিনা, আজকের দিনে এটাই সবচেয়ে বড় ও জ্বলন্ত প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু, এ পরিস্থিতিতেও আমরা বার বার যে কথাটি দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিতে চাই তাহল, নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায় সরকারের অধীনে হলেই কি অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়? নির্বাচনে রাষ্ট্র প্রশাসন, প্রচার মাধ্যমগুলোর ভূমিকা কি নিরপেক্ষ হয়? কালোটাকা, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার অবাধে চললে কি নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ হয়? এছাড়া নির্বাচনী বিভিন্ন আইন-কানুনের প্রতিবন্ধকতা তো আছেই। একজন সৎ মানুষের পক্ষে বর্তমান নির্বাচনী আইনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনো পথ খোলা আছে কি? ভোট দেয়ার পর, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দেশ পরিচালনা করলে তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার কোনো বিধানও আমাদের দেশে নেই। বিচারবিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোও হয় শাসকদলের তল্পিবাহক, নয়তো মেরুদণ্ডহীন।

এ দুর্বিষহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইছে সবাই। বড় দুই দলের মধ্যে আপস-সমঝোতা, তৃতীয় শক্তির আগমন, বিকল্প শক্তির উত্থান – এমনই নানা ধরনের সমাধানের পথ নিয়ে মানুষ ভাবছে। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী, শিক্ষিত এবং রাজনীতি সচেতন মানুষও অবস্থার ভয়াবহতা দেখে যে-কোনো উপায়ে এর থেকে পরিত্রাণ চাইছে। বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশও দুই দলের ফ্যাসিস্ট চেহারা দেখিয়ে জনগণের মধ্যে বিকল্পের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছে। প্রায় একই সুরে নির্বাচনকে ঘিরে বিকল্প নির্মাণের কথা বলছেন অনেক বামপন্থী। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, বুর্জোয়া ব্যবস্থার গত ৪২ বছরের ইতিহাস কি আমাদের সামনে এ-সত্যটাই তুলে ধরে না যে এ শোষণমূলক নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখে তথাকথিত 'বিকল্প' জনগণকে পুনরায় অধিকারহীন অবস্থার দিকে ঠেলে দেবে। দেশের ইতিহাস শুধু নয়, খুব সম্প্রতি আরব দেশগুলোতে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পটপরিবর্তনও কি সেই শিক্ষা রেখে যায়নি?

নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসক বেছে নেয়া, শাসক পরিবর্তন করা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোর একটি মাত্র, সবটা নয়। নিরাপদে নিজের পছন্দ মতো ভোট দিয়ে শাসক নির্বাচন করার যে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার সুযোগ দেশে এখনো আছে – তা কোনো ভাবেই আমরা খর্ব হতে দিতে পারি না। একতরফা কোনো নির্বাচন দেশের মানুষ, ক্রিয়াশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো মেনে নেবে না। এ মুহূর্তে ন্যূনতম অর্থে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন ব্যবস্থার আয়োজন করা শাসকদল হিসাবে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব। নির্বাচন যেমনই হোক না কেন, তাতে কি মানুষের জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে? এমন বিশ্বাস দেশের কোনো মানুষ করে না।

আওয়ামী-বিএনপির দুঃশাসনে মানুষ বীতশ্রদ্ধ, একইসঙ্গে খানিকটা অসহায় ও হতাশ। উপায়হীন হয়ে, পথ না পেয়ে এদের কাছেই মানুষ বার বার ফিরে যায়। ঘুরে ফিরে বুর্জোয়া দ্বিদলীয় চক্রের ফাঁদে, নির্বাচনী সমাধানের ফাঁদে দেশের মানুষ গলা পেতে দেয়। মানুষ ঠেকে শেখে, ঠকে শেখে, মার খেয়েও শেখে। কিন্তু এত মার খেয়ে, এত ঠেকে-ঠকেও আমাদের চোখ ফোটেনি।

স্বাধীনতার আগে এবং পরে বামপন্থী দলগুলো জনগণের অধিকার নিয়ে ছোট-বড় অনেক লড়াই করেছে, অনেক আত্মত্যাগ করেছে। কিন্তু জনগণের অধিকার নিয়ে লাগাতার এবং ধারাবাহিক লড়াই করতে করতে শক্ত জনভিত্তি নিয়ে কোনো বাম দলই দাঁড়াতে পারেনি। গণআন্দোলন সম্পর্কেও বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি। কিন্তু, সব ব্যর্থতার এবং দুর্বলতার পরও, বামপন্থীরাই বাংলাদেশের ভরসা। আমরা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই, গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, দ্রব্যমূল্য, সন্ত্রাস, নারীনির্যাতন, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা, শ্রমিক-কৃষকের অধিকার, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। বামপন্থী শক্তিগুলোর প্রতি আমাদের আহ্বান, গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসুন। গণআন্দোলন, এবং একমাত্র গণআন্দোলনই পারে বুর্জোয়া দলগুলোর নিপীড়ন-লুটতরাজের বৃত্ত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে।

পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সোভিয়েত বিপ্লব বার্ষিকী পালিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ব্যবহার করে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করে, প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার করে, তাতে কোনোভাবেই নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন হতে পারে না।" তিনি নির্বাচনে কালোটাকা-পেশীশক্তি-সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার বন্ধের দাবি জানান। তিনি বলেন, "এ অবস্থার পরিত্রাণের লক্ষ্যে বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের শক্তি গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি। মহান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আমাদের সামনে এ শিক্ষাই রেখে গেছে যে গণআন্দোলনের শক্তি গড়ে তোলা ছাড়া জনগণের, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং বুর্জোয়াদের মোকাবেলা করার শক্তি কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না।"

তিনি বলেন, "আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ছিল শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তা হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশের শ্রমিক-কৃষক শ্রমজীবী মেহনতি জনগণ শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম এবং মর্যাদাময় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে। মহান নভেম্বর বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে, মুক্তিযুদ্ধের শোষণমুক্তির চেতনাকে ধারণ করে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার আলোকে ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর আমাদের দল গড়ে ওঠেছিল।"

আলোচনা সভার শুরুতে একটি মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে দোয়েল চত্বর, পল্টন মোড়, গোলাপশাহ মাজার, গুলিস্তান হয়ে পুনরায় প্রেসক্লাবে এসে মিলিত হয়। অনুষ্ঠানে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সমবেত কণ্ঠে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

চট্টগ্রাম : বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে ১৫ নভেম্বর বিকাল ৩টায় চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। দলের চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক মানস নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য উজ্জ্বল রায়, চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সদস্য সচিব অপু দাশ গুপ্ত ও সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদৌস পপি। কমরেড মুবিনুল হায়দার বলেন, 'সংকটের চোরাবালিতে নিমজ্জিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যত সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা হোক না কেন তা লোক দেখানো সাধু কথার ফুলঝুরিতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার, রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। সামরিক শাসন, একদলীয় শাসন বা বহুদলীয় সংসদীয় শাসন – যাই খাড়া হোক না কেন তা বাস্তবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের হাতিয়ারে রূপ নিয়েছে। এবারো তার ব্যতিক্রম হবার কোনো লক্ষণ নেই।' নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানান ও অবিলম্বে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। সমাবেশের শুরুতে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গণসংগীত পরিবেশন করে। সমাবেশ শেষে শহীদ মিনার থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নিউমার্কেটে এসে শেষ হয়।

নোয়াখালী : জেলা বাসদের উদ্যোগে ১৪ নভেম্বর সকালে নোয়াখালী জেলার টাউন হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আলোচনা সভা শেষে শহরের রাজপথে বর্ণাঢ্য র‍্যালি প্রদক্ষিণ করে। পার্টির জেলা সদস্য সচিব দলিলুর রহমান দুলালের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আহ্বায়ক অধ্যাপক মতিন উদ্দিন আহমেদ। বক্তব্য রাখেন বাসদ নোয়াখালী , তেল-গ্যাস জাতীয় কমিটির জেলা শাখার সভাপতি আ.ন.ম. জাহের উদ্দিন, তারকেশ্বর দেবনাথ নান্টু, ছাত্রনেতা বিটুল তালুকদার।

ফেনী : ১৬ নভেম্বর বিকেলে ফেনী শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জসীম উদ্দিন। এতে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা বাসদ সমন্বয়ক কমরেড মানস নন্দী, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, কৃষক ফ্রন্ট নেতা আব্দুস সালাম, অনুপম পাল।

রংপুর : ১৬ নভেম্বর বিকেল ৩টায় বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পায়রা চত্বরে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বাসদ সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু'র সভাপতিত্বে জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। আরো বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য আহসানুল হাবিব সাঈদ, মনজুর আলম মিঠু, পরিচালনা করেন পলাশ কান্তি নাগ।

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী বলেন, আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামাতসহ বুর্জোয়া দলগুলো গত ৪২ বছরে একদিকে দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত লুটপাটের ব্যবস্থা কায়েম করেছে। অন্যদিকে লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমাগত সংকুচিত করছে। তিনি বলেন, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো ধারাবাহিকভাবে গণআন্দোলনের পরিপূরক সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার পথেই একে মোকাবেলা করতে হবে। বামপন্থিদের নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলনের পথেই জনগণের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তির বিকশিত হবে, যা গণবিরোধী লুটেরা বুর্জোয়া দ্বি-দলীয় রাজনীতির বৃত্ত ভেঙ্গে দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। এই পথে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের মধ্যে শক্ত অবস্থান গড়ে তোলা ছাড়া নির্বাচনেও বিকল্প হওয়া সম্ভব নয়। জনসভা শুরুর আগে একটি মিছিল লালবাগ থেকে শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

গাইবান্ধা : বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ১৪ নভেম্বর বিকেলে পৌর শহীদ মিনার চত্বরে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভার পূর্বে একটি বিশাল মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। জেলা বাসদ আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ সদস্য সচিব মঞ্জুর আলম মিঠু, কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা, আমিনুল ইসলাম ও গিদারী ইউপি চেয়ারম্যান প্রভাষক গোলাম ছাদেক লেবু।

খাগড়াছড়ি : বাসদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে একটি প্রচার মিছিল ও আলোচনা সভা। ১৬ নভেম্বর সকাল ১১টায় মিছিল শেষে স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য উজ্জল রায়, বাসদ চট্টগ্রাম জেলার নেতা অপু দাশগুপ্ত, জেলা বাসদ আহ্বায়ক জাহেদ আহামেদ টুটুল ও সদস্য সচিব শাহাদাত হোসেন, পরিচালনা করেন কৃষ্টি চাকমা। সভায় বক্তারা নীতিহীন বুর্জোয়া রাজনীতির বিপরীতে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে পাহাড় ও সমতলে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সমগ্র দেশবাসীর পাশাপাশি পার্বত্যবাসীকেও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

ভোটের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ক্ষমতা ও ভোটের রাজনীতির নীতিহীন চর্চা সমস্ত রকমের অগণতান্ত্রিক পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদী চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। এই দলগুলোর ছত্রছায়ায় কায়েমী স্বার্থবাদী ও সন্ত্রাসীরা নানা সময়ে হিন্দু-বৌদ্ধসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, গারো-সাওতালসহ পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, তাদের সম্পদ দখল ও লুট করে চলেছে। এরই অংশ হিসেবে এসব হামলা ও লুটপাট চলছে। নির্বাচনকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক হামলাও নতুন মাত্রা নিয়েছে।

ধর্মীয় গুজব ছড়িয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, মন্দির, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের সমগ্র বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধি দল গত ১৭ নভেম্বর বরিশালের কাউয়ার চর এবং ৭ নভেম্বর পাবনার সাঁথিয়ায় সাম্প্রদায়িক হামলায় আক্রান্ত বনগ্রাম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পাবনার প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি ও জুলহাসনাইন বাবু, বাম মোর্চার স্থানীয় কর্মী-সংগঠকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যুক্ত হন। নেতৃবৃন্দ বনগ্রামে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাবলু সাহা, সুকুমার বিশ্বাসের বাড়ীসহ এলাকায় আক্রান্ত বাড়িঘর, মন্দির ও স্থানীয় বাজার পরিদর্শন করেন এবং আক্রান্ত পরিবারসমূহের সদস্যসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সাথে কথা বলেন। ঢাকায় ফেরার পথে সন্ধ্যায় বেড়ায় স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথেও নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় করেন।

নেতৃবৃন্দ তাদের পর্যবেক্ষণসমূহ তুলে ধরতে ঢাকায় ফিরে গত ৯ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে মিলিত হন। সাম্প্রদায়িক হামলা ও লুটপাট সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পেতে পাঠকদের সাহায্য করবে বিবেচনায় এখানে তা তুলে ধরা হল।

উপরে : পাবনার সাঁথিয়ায় লুট হওয়া বাড়ি

নিচে : আগুন জ্বলছে বরিশালের চর কাউয়ায়

সাঁথিয়ায় সাম্প্রদায়িক হামলা সম্পর্কে বাম মোর্চার সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য

ক) ধর্মীয় অবমাননার পুরোপুরি মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে এই হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বনগ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের ১৫ থেকে ২৫ বছরের তরুণ যুবকরাই প্রধানত এই হামলায় অংশগ্রহণ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনামূলকভাবে ধনাঢ্য পরিবারসমূহের বাড়িঘর ও তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মন্দির ছিল আক্রমণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের প্রধান লক্ষ্য।

খ) সকাল ১০টা থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা চারটা পর্যন্ত এই হামলা অব্যাহত থাকে। পাবনা শহর থেকে বনগ্রাম আধাঘণ্টার রাস্তা হলেও ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছায় দুই ঘণ্টা পর। পুলিশ পৌঁছানোর দুই/তিন ঘণ্টা পরও দুর্বৃত্তদের লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত থাকে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালনে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুর নিজের নির্বাচনী এলাকার যদি এই পরিণতি হয় তাহলে গোটা দেশের মানুষ কতটা নিরাপত্তাহীন তা সহজেই অনুমেয়। এই ঘটনার নৈতিক দায়দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার সরকারের।

গ) আক্রান্ত পরিবারসমূহের সদস্যরা জানিয়েছেন হামলাকারীদের মূল পান্ডারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দল অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পর্কিত। স্থানীয় বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের কর্মী-সমর্থকেরাও হামলা ও লুটপাটে অংশগ্রহণ করে। আক্রান্তরা হামলায় ইন্ধনদাতা ও নেতৃত্বদানকারী হিসাবে যাদেরকে চিহ্নিত করেছেন এই পর্যন্ত তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়নি। আই-ওয়াশ হিসাবে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার মধ্যে সাধারণ মানুষই বেশী। সরকারী ছত্রছায়ায় মূল অপরাধীরা এখন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঘ) হামলা-আক্রমণের পিছনে চাঁদাবাজি, লুটপাট ও দখলের মতো বিষয়সমূহ কাজ করলেও আগামী ভোটকে সামনে রেখে নানামুখী রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিও কাজ করছে বলে এলাকার মানুষের ধারণা।

ঙ) রামুর ঘটনার সাথে সাঁথিয়ার ঘটনার মিল দেখা যায়। রামুর ঘটনার হোতাদের গ্রেফতার ও বিচার না হওয়ায় সাঁথিয়ায় ও হামলাকারী দুর্বৃত্তরা উৎসাহিত হয়েছে। লালমনিরহাটের মাঝিপাড়া, কালীগঞ্জ, পাটগ্রাম, খাগড়াছড়ির মহালছড়ি, ফরিদপুরের ভাঙ্গাবাজার, দিনাজপুর, রাজশাহী মহানগরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিতবাবেই আক্রমন চালানো হচ্ছে। জরুরি ভিত্তিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিরোধ জোরদার করতে না পারলে এই ধরনের ঘটনা আরো বিস্তৃত হবার আশংকা রয়েছে। শাসকশ্রেণীর দলগুলো কেউ ক্ষমতায় থাকা আর কেউ ক্ষমতায় যেতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সমস্ত ঘটনাকে নানাভাবে কাজে লাগাতে তৎপর রয়েছে।

চ) সাঁথিয়ায় আক্রান্ত পরিবারসমূহ এখনও মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। এলাকায় র‍্যাব ও পুলিশ মোতায়ন করা হলেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে এখনও ভয় ও আতংক কাজ করছে।

জরুরি দাবিসমূহ

(১) সাঁথিয়ায় হামলাকারীদের যে রাজনৈতিক পরিচয়ই থাকুক না কেন- চিহ্নিত সকল অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুকে এখুনি পদত্যাগ করতে হবে।

(২) উসকানিদাতাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও তাদের প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) সাঁথিয়াসহ আক্রান্ত অঞ্চলসমূহে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সাঁথিয়ার বনগ্রামে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ প্রশাসনকে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত থাকতে হবে।

(৪) এই ধরনের ঘটনায় রাজনৈতিক ইন্ধনদাতা চক্রকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) সাম্প্রদায়িক হামলা-আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের সকল গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও বিবেকবান শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ জোরদার করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এবং উপস্থিত ছিলেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্দিকুর রহমান, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, আব্দুস সাত্তার, সহিদুল ইসলাম সবুজ, মহিনউদ্দিন চৌধুরী লিটন, এড. আবদুস সালাম, বহ্নিশিখা জামালী, শামীম ইমাম, মানস নন্দী প্রমুখ।

সাঁথিয়া ও মহেন্দ্রনগরে সাম্প্রদায়িক হামলায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করুন

সারাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, "দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকটের সুযোগে এবং ভোটের রাজনীতির প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা শুরু হয়েছে এবং এর সুযোগ নেয়ার জন্য মহাজোট ও ১৮ দল – এ দুই জোটই তৎপর। পাবনার সাঁথিয়ায় ও লালমনিরহাটের মহেন্দ্রনগরে যা ঘটে গেল তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একদল গুজব ছড়িয়ে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে উসকে দিচ্ছে, আর একদল এই ভয় ও আতঙ্ককে কাজে লাগাচ্ছে – দুদলই তা করছে ভোট পাওয়ার জন্য। এর অসহায় শিকার হচ্ছে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তা না হলে এত বড় বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে দেশে, সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই, এরকম একটা সংঘাত আশঙ্কা করার পরও সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, ঘটনা ঘটার পরও পুলিশের উপস্থিতি চোখে পড়ে না কেন? আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি কেউ এর দায় এড়াতে পারে না। আসলে বাস্তবতা হলো এই যে, এই সহিংসতাকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো যে যার যার মতো করে ফায়দা তুলতে ব্যস্ত। ফলে এই দলগুলোকে দিয়ে এ ধরনের জঘন্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতা মোকাবেলা করা যাবে না। কারণ এটাই তাদের রাজনীতি । দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে তাই কালক্ষেপণ না করে নিজেদের স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে দাঁড় করাতে হবে এবং এই ধরনের সহিংসতা রুখে দাঁড়াতে হবে। বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিয়ে একে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। জনগণের নিজস্ব শক্তিই একমাত্র সাম্প্রদায়িকতার এই ভয়াবহ সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী সাম্প্রদায়িক আক্রমণ প্রতিরোধে দলের সমস্ত নেতাকর্মীদের সারাদেশের এলাকায় এলাকায় গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে যুক্ত করে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার আহ্বান জানান।

রংপুরে বাসদের মানববন্ধন ও সমাবেশ

পাবনার সাঁথিয়া, মহেন্দ্রনগর, রংপুর মিঠাপুকুরের চৌধুরী গোপালপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘর ও মন্দিরে হামলার প্রতিবাদে গত ৭ নভেম্বর বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে প্রেসক্লাব চত্বরে বিকেল ৪ টায় মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ জেলা শাখার সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মলয় কিশোর ভট্টাচার্য, বাসদ নেতা পলাশ কান্তি নাগ, ছাত্রনেতা আহসানুল আরেফিন তিতু।

ছাত্র ফ্রন্টের পঞ্চদশ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিএনপির পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং এদের উভয়ের প্রতি জনগণের অনাস্থার প্রেক্ষিতে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা এসেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ-বিএনপি উভয় সরকারের আমলে চরম দলীয়করণ এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। ফলে এখন সরকারের দায়িত্ব সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

তিনি আরও বলেন, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যতম সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু এই শক্তিকে মোকাবেলা কখনই আওয়ামী লীগ বা বিএনপিকে সাথে নিয়ে করা যাবে না। এই দুই দলের পৃষ্ঠপোষকতায় গত ৪২ বছরে বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তি নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড মানস নন্দী, উজ্জল রায়, ফখরুদ্দিন কবির আতিক। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের প্রাক্তন নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আকম জহিরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি বেলাল চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক মুকুল, দপ্তর সম্পাদক সুলতানা আক্তার রুবি প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন।

সভা শেষে ২১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সভাপতি হিসেবে পূনর্নির্বাচিত হয়েছেন সাইফুজ্জামান সাকন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু। কমিটির অন্য নেতৃবৃন্দ হলেন - সহ-সভাপতি : কল্যাণ দত্ত, সাংগঠনিক সম্পাদক : সত্যজিৎ বিশ্বাস, দপ্তর সম্পাদক : শরীফুল চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক : মলয় সরকার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : রাশেদ শাহরিয়ার, স্কুল সম্পাদক : তাজ নাহার রিপন, শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক : সেঁজুতি চৌধুরী, সদস্য : (১) নাঈমা খালেদ মনিকা, (২) বিধুভূষণ নাথ পলাশ, (৩) আহসানুল আরেফিন তিতু, (৪) জয়দ্বীপ ভট্টাচার্য, (৫) মাসুদ রেজা, (৬) নীলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, (৭) শফিকুল ইসলাম, (৮) বিপ্লব বিজয় দাশ, (৯) মুনীরুজ্জামান মনির, (১০) মাসুদ রানা, (১১) রুহুল আমিন, এবং (১২) তাজিউল ইসলাম।

সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধের ঘোষণা সরকারের প্রতারণামূলক দ্বৈতনীতির বহিঃপ্রকাশ

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক ও মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক মবিনুল হায়দার চৌধুরী, গণতান্ত্রিক বিপ-বী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, বাসদের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক ইয়াসিন মিয়া ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক ২০ অক্টোবর এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, রাজনৈতিক দল ও জনগণ যদি সংবিধান স্বীকৃত স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পথে তাদের মতামত ও প্রতিবাদ জানাতে না পারে তাহলে তারা প্রতিবাদের অস্বাভাবিক পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে। ঠুনকো অজুহাতে ঢাকা শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘরে ও ঘরের বাইরে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে সরকার জনগণকে প্রতিবাদের অস্বাভাবিক পথে ঠেলে দিচ্ছে। সরকারের এই স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত সংবিধানের গুরুতর লংঘন ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধাচারণ।

বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ২০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেছেন, আজ থেকে অনির্দিষ্টকাল ঢাকায় সকল ধরনের প্রকাশ্য ও ঘরোয়া সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে মহাজোট সরকার চরম স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করেছে। একদিকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আলোচনার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে সরকার বিরোধী মতের প্রতি দমনমূলক ও অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করছে। এটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশের পরিপন্থী। তিনি অবিলম্বে এই অগণতান্ত্রিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে সরকারের প্রতি দাবি জানান।

বাসদ-এর ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৯৬তম বার্ষিকী পালিত

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

ঢাকা সহ সারাদেশের জেলা উপজেলায় জনসভা, সমাবেশ, আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হল বাসদ-এর ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৯৬তম বার্ষিকী। জোট মহাজোটের দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির বিপরীতে গণআন্দোলনের ধারায় বাম-বিকল্প গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে পালিত হল দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে গত ৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা ও র‍্যালি, ১৪ নভেম্বর নোয়াখালী টাউনহলে আলোচনা সভা ও মিছিল, গাইবান্ধায় মিছিল ও শহীদ মিনারে জনসভা, ১৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে জনসভা ও মিছিল, নওগাঁ ব্রিজের মোড়ে সমাবেশ এবং রংপুর শহরের পায়রা চত্বরে জনসভা, ১৬ নভেম্বর ফেনী শহীদ মিনারে আলোচনা সভা ও মিছিল, খাগড়াছড়িতে মিছিল ও জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা : জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়কারী সাইফুল হক, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, বাংলাদেশ নারী-মুক্তি কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, বাসদ নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিক, ।

সভাপতির বক্তব্যে বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, "দেশের মানুষকে জিম্মি করে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল আজ সংঘাতে লিপ্ত। এতে মরছে সাধারণ মানুষ, ভুগছে সাধারণ মানুষ, কিন্তু এ সংঘাতে সাধারণ মানুষের কোনো স্বার্থ নেই – কে ক্ষমতায় যাবে, লুটপাট করবে তাই নিয়ে সংঘাত। আওয়ামী লীগ চাইছে তাদের অধীনে ও কর্তৃত্বে একতরফা নির্বাচন করে পুনর্বার ক্ষমতায় আসতে। কিন্তু এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে কোনোভাবেই একতরফা নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না, দেশবাসী মেনে নেবে না। এ ধরনের নির্বাচন ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেশকে ফ্যাসিবাদী শাসনের দিকে নিয়ে যাবে।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, "বুর্জোয়া রাজনীতির এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার দেউলিয়াত্ব নগ্নভাবে উন্মোচিত। বুর্জোয়া দলগুলো কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, জনগণও এদের কাউকে বিশ্বাস করে না। এরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করতেও অক্ষম। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বুর্জোয়ারা সন্ত্রাস-সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদকে উসকে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ, দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।" তিনি বলেন, "বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচন কি অবাধ হয়? নিরপেক্ষ হয়? নির্বাচনে তো টাকার খেলা হয়। বুর্জোয়া শক্তিগুলো যেভাবে কালোটাকা, পেশীশক্তি, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতাকে *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গাইবান্ধা শহীদ মিনারে ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত জনসভার একাংশ, (ডানে) ১৬ নভেম্বর রংপুর পায়রা চত্বরে অনুষ্ঠিত জনসভার একাংশ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পঞ্চদশ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও কমিটি পরিচিতি অনুষ্ঠিত

গত ২৪ অক্টোবর সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার মিলনায়তনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পঞ্চদশ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল পরবর্তী কমিটি পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সংগ্রামী আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। তিনি তাঁর বক্তব্যে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করে বলেন, দেশের কোটি কোটি মানুষ আগামী দিন কি ঘটে সেই আশঙ্কায় চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে সময় পার করছে। এই পরিস্থিতি আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র ক্ষমতাকেন্দ্রিক পাল্টাপাল্টি রাজনীতির কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটি দল এবং তাদের সাথে যুক্ত জামাত-জাতীয় পার্টিও ক্ষমতার প্রয়োজনেই এই সংঘাত-সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এরা কেউই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। আওয়ামী লীগ তাদের ৫ বছরের দুঃশাসনে সৃষ্ট জনরোষ থেকে রক্ষা পেতে নির্বাচনের সময়সূচি নিয়ে টালবাহানা করছে। পুনরায় ক্ষমতায় আসার পথ অবারিত করতে প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজেদের পক্ষে আনতে চাইছে। সরকার সমস্ত গণতান্ত্রিক কর্মসূচি, সভা-সমাবেশ-মানববন্ধনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি করেছে। বিএনপি এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো প্রতিবাদ করার বদলে যেভাবেই হোক ক্ষমতায় আসতে মরিয়া চেষ্টা করছে। বাস্তবে এরাও ক্ষমতায় যাবার মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে সমস্ত ধরনের লুটপাট-দুর্নীতির লাইসেন্স চায়।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ- *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মহাজোট-জোটের হানাহানি আর খাই খাই রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে জনগণের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলুন

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা

১৪ নভেম্বর বিকেলে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ বলেছেন, একতরফা নির্বাচনের পাঁয়তারার মধ্য দিয়ে সরকার দেশ ও দেশের জনগণকে এক ভয়ংকর অনিশ্চয়তা ও বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। সংবিধানের দোহাই দিয়ে একতরফা নির্বাচনের আয়োজন অতীতে যেমন জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, তেমনি আগামীতেও প্রত্যাখ্যান করবে। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে বাইরে রেখে জবরদস্তি করে জাতীয় নির্বাচনের তৎপরতা জনগণ বরদাস্ত করবে না। এ অপচেষ্টা দেশে কেবল সংঘাত-সংঘর্ষ ও অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তপাত ডেকে আনবে। সরকারের এসব তৎপরতা গণতন্ত্রের বিকাশ নয়, বরং তাদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যেই পরিচালিত। অপরদিকে সংসদের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি-জামাত আন্দোলনের নামে বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, ট্রেনলাইন উপড়ে ফেলাসহ ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতার মধ্য দিয়ে যেভাবে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ছে তা প্রকারান্তরে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের শক্তিকেই উৎসাহ যোগাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, শাসকদের এই দুই অংশই দেশটাকে নিজেদের জমিদারী মনে করে চরম স্বেচ্ছাচারী ও অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতায় থাকা আর ক্ষমতায় যাবার উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। দুর্নীতি আর লুটপাটে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন এদের কারও কাছেই দেশ ও জনগণ নিরাপদ নয়; এদের কাছে দেশের কোনো *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মার্কিন-ভারত সামরিক জোট গঠনের পরিণাম ভয়ঙ্কর

এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট)

[বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো, বিশেষত মার্কিন ও ভারতের হস্তক্ষেপ এবং শাসক দলগুলোর নতজানু নীতির বিরুদ্ধে এদেশের বাম-প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক শক্তি সব সময়ই সোচ্চার। বাংলাদেশকে ঘিরে এই দুই সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির চক্রান্ত বুঝতে গত কয়েকদিন আগে সম্পন্ন হওয়া মার্কিন-ভারত সামরিক জোট সম্পর্কে ভারতের বামপন্থী দল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর বিবৃতি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তুলে ধরা হল।]

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাষ ঘোষ ৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেছেন, বেশ কিছুকাল ধরেই ভারত সরকার কুখ্যাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নানা দুষ্কর্ম, অপর দেশে হানাদারির প্রতি নীরব সম্মতি দিয়ে যাচ্ছে। এরই পথ ধরে সম্প্রতি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কুখ্যাত কুখ্যাত পারমাণবিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যুদ্ধবাজ পেন্টাগনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সামরিক জোটবন্ধনে যাওয়ার আগে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকারের উত্থাপিত সমস্ত ভয়ানক শর্তাবলী নির্লজ্জভাবে মেনে নিলেন। এই সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সামরিক প্রযুক্তি বিনিময়, বাণিজ্য, গবেষণা, সর্বাধুনিক উন্নত প্রযুক্তির সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও পরিষেবার যৌথ উন্নতিসাধন ও যৌথ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ দেশ হিসাবে গণ্য হবে ভারত এবং মার্কিন একচেটিয়া যুদ্ধব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য এদেশে বিক্রি করবে। ভারতকে একটি বিশ্বশক্তি হিসেবে অভিহিত করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতায় এদেশের প্রধানমন্ত্রী সিরিয়া ও ইরান সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বর্বরতা ও গুন্ডামিকে চাটুকারিতার সাথে যেভাবে সমর্থন করেছেন, তা ন্যাক্কারজনক।

তিনি বলেন, ভারত সরকারের এই পদক্ষেপ এস ইউ সি আই(সি)-র বিশ্লেষণকেই সত্য বলে প্রমাণ করে যে, ভারতের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'এশিয়ার সুপার পাওয়ার' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এই অঞ্চলে নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকা তৈরির বাসনা প্রকাশ করছে। সেই উদ্দেশ্যেই ভারত যুদ্ধবাজ পেন্টাগনকে একদিকে ঢালাও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ও অন্যদিকে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের দূরভিসন্ধিমূলক আন্তর্জাতিক নীতি ও পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন করে তাদের সঙ্গে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুলছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ ভারতের সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের উদ্দেশ্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থবাহী সরকার তথাকথিত অসামরিক পরমাণু চুক্তি করার এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামরিক জোট গড়ে তোলার যে চরম জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নিতে চলেছে, সে বিষয়ে তাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই পদক্ষেপের অর্থ হল, বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ বাধানো ও যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী মার্কিন সাম্রাজ্যেবাদের চূড়ান্ত কাপুরুষোচিত ও আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রগুলিকে , যে কোনও অজুহাতে ইচ্ছামতো যে কোনও দেশে আগ্রাসন চালানোর কুকর্মকে সমর্থন জানানো, যেগুলির মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যেবাদ সমস্ত দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই পদক্ষেপ ভারতকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি বশংবদ রাষ্ট্রের স্থানে নামিয়ে দেবে, একটি ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে ভারত বিবেচিত হবে এবং তার ফলে অন্যান্য দেশের জনগণের সন্দেহ ও অসন্তোষের সম্মুখীন হবে। *[গণদাবী : ১ নভেম্বর '১৩]*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫ E-mail : spb.convention2014@gmail.com